Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Unqualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 01:22:37 min.
ID: IDI_AMR205_SLM_PUnQ_R_14 Sep17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	39	Class-VIII	Unqualified seller/prescriber	Both	7 Years	Bangali	

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এস এম এস। আমি এটা আইসিডিডিআরবি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করছি, যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে, মানুষও বাসাবাড়ি সমুহে পশুপাখি যখন অসুস্থ হয়, তখন তারা কি করে। পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং অসুস্থতার জন্য তারা এন্টিবায়োটিক কিনে কিনা। ক্রয় করে কিনা। ঔষধের দোকানের মালিক বা অসুস্থতায় স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী, যিনি এন্টিবায়োটিক বিক্রয় বা প্রদান করেন তাদের কাছ থেকে আমরা আরো জানতে চাই যে তারা কিভাবে এন্টিবায়োটিক বিক্রি এবং সেবনের পরার্মশ দিয়ে থাকেন। এন্টিবায়োটিক আপনার থেকে যে সমস্ত তথ্য আমি পাবো, সেগুলো সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে আইসিডিডিআরবি কলেরা হাসপাতালে সংরক্ষন করা হবে। শুধুমাত্র গবেষনার কাজে এটা ব্যবহার করা হবে। তো কেমন আছেন, ভাইয়া?

উত্তরদাতা:আলহামদুলিল্লাহ ভালো।

প্রশ্নর্কতা:ভালো আছেন, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। ভালো আছি।

প্রশ্নর্কতা: তো ধন্যবাদ। তো এখন কি আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি?

উত্তরদাতা:হ্যা। ইনশাল্লাহ।

প্রশ্নর্কতা:প্রথমে আমি একটু যেটা জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনি আপনার ঔষধের দোকানে, এইযে ঔষধের দোকান এবং এই পেশা সর্ম্পকে যদি একটু বিস্তারিত খুলে বলেন যে আসলে কিভাবে এই পেশায় আসলেন, আগে কি করতেন। ঔষধের দোকানে আপনার কি কি ঔষধ আছে মানুষ বা গবাদি পশুর, বিস্তারিত যদি একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:আমি তো বিদেশে ছিলাম। কুয়েত ইবনে সিনা হসপিটালে। ঐখানে আমি ডাক্তারদের সাথে ফার্মাসিতে কাজ করছি। ঐখানে দেখতে দেখতে মানে, মানে শিখছি। এরপর দেশে আসার পরে

প্রশ্নর্কতা:ঐটা কয় বছর ছিলেন কুয়েত ইবনেসিনা

উত্তরদাতা:সাত বছর।

প্রশ্নর্কতা:সাত বছর?

উত্তরদাতা:জ্বী। সাতবছর ঐখানে মানে প্র্যাক্টিক্যালি মানে মোটামুটি শিখলাম ডাক্তারদের সাথে থাইকা। ফার্মাসিতে কাজ কইরা শিখলাম। এরপর দেশে আসার পর মেটামুটি আমার একটা বন্ধু আছে ডাক্তার। উনার সাথে কিছুদিন থাকলাম। যাওয়া আসা করলাম। ইনজেকশন, আপনার ঐ স্যালাইন এগুলা দেওয়ার জন্য উনার কাছে প্র্যাক্টিক্যালি গেলাম। এভাবে শিখছি আরকি। শিখে দুইহাজার সালের পরে থেকে মানে ব্যবসাটা চালাই যায়তেছি। ডাক্তারি কোন কোর্স করি নাই। এমনে সরকারি---২:০০ করছি আরকি। এভাবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর আপনার এই ঔষধের দোকানে কি কি ধরনের ঔষধ আছে যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা: ঔষধের দোকানে প্যারাসিটেমল, গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ, পাতলা পায়খানা, আমাশা বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক যে ঔষধগুলো লাগে

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আছে আপনার সিপ্রোসিন আছে, সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, সেফোক্সিন, সেফোরোক্সিন এগুলা আছে।

প্রশ্নর্কতা:আর এগুলা তো মানুষেরগুলা। গবাদি পশুর মানে কি ধরনের ঔষধ আছে মানে গরু ছাগল, হাঁস মুরগির।

উত্তরদাতা:গবাদি পশুর ভিটামিন, আপনার এন্টিবায়োটিক, আপনার ডিবি ভিটামিন, এমনে আপনার ভিটামিন ক্যালসিয়াম, এগুলা আছে।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা। এন্টিবায়োটিক কতগুলা হতে পারে। মানুষের কতগুলা এন্টিবায়োটিক হবে ধরেন দোকানে

উত্তরদাতা:না। মানুষের বেশী না, অল্পই। ঐ সিপ্রোফ্লিক্সাসিন আর সেফ্রাডিন আর আপনার সেফোক্সিন এগুলাই আছে।

প্রশ্নর্কতা:আর গবাদি পশুর এন্টিবায়োটিক যে বললেন।

উত্তরদাতা:গবাদি পশু বলতে আপনার ঐ ইয়ে আছে। গবাদি পশুর সিপ্রোভেট ঐ একটা ই আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আমরা আলোচনার শেষের দিকে একটু জাস্ট দেখবো এগুলা। তো আমরা আগায় যাই। যেটা হচ্ছে যে মানে প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে আপনার কি কোন অভিজ্ঞতা আছে যে মানে আপনি কি রোগী যারা আসে, উনাদের কি কোন প্রেসক্রিপশন দেন, কোন ব্যবস্থাপত্র দেন?

উত্তরদাতা:না। এরকম প্রেসক্রিপশনও দিইনা। আপনার ইয়েও দিইনা। মানে এমনে আইয়া চাইলে হয়তো দিলাম। আমি যতটুকু বুঝি, অতটুকুর মধ্যে চিকিৎসা দিই। ঔষধ দেওয়ার সময় সকাল বিকাল অথবা যে কয়বার খাওয়ানো লাগে, তিনবার খাওয়ানোর লাইগা তিনটা কাটা দিয়া দিই, দুইবার খাওয়ার লাইগা দুইটা কাটা দিয়া দিই। এরকম বুঝাই দিই আমি। এই নরমাল চিকিৎসাগুলা দিই। এই সাধারন জ্বর, পাতলা পায়খানা এই নরমাল চিকিৎসাগুলা দিয়ে থাকি। জটিলতা কোন ইয়ে করিনা।

প্রশ্নর্কতা:আর এমনি এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা দিকনির্দেশনা দেওয়া, কিভাবে খাবে, কিভাবে, এটা কিভাবে বলেন?

উত্তরদাতা:এটা আপনার এন্টিবায়োটিক সিপ্রোফ্লোক্সাসিন তো আপনার সকাল বিকাল। সকালে খাওয়ার পরে আর রাতে খাওয়ার পরে। এভাবে দিয়ে থাকি। দুইদিন, নীচে তিনদিন। তিনদিন, পাঁচদিন, সাতদিন এরকম খাওয়া লাগে।

প্রশ্নর্কতা:পুরা কোর্সটাই দেন নাকি অল্প করে দেন। পরে আবার দেন?

উত্তরদাতা:অনেকে টাকার জন্য নিতে চায়না। আমরা দিই একদিনের হয়তো দুইদিনের, তিনদিনের এরকম দিতে চাই আরকি। প্রাথমিকভাবে এমোক্সিসিলিন দিতে থাকি। যদি এটা কাজ না করে, পরে একটু বাইড়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:মাে ঐটা তো একটা কোর্স, আমরা যতটুক শুনি, বিভিন্ন জন বলে

উত্তরদাতা: তিনদিন, পাঁচদিন, সাতদিন এরকম চৌদ্দদিনে শেষ। এরকম আমরা ইয়ে করি।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি কোর্স পুরাটা দেন নাকি অল্প করে

উত্তরদাতা:অল্প করে দিই। তিনদিনের দিই প্রথমে।

প্রশ্নর্কতা:তিনদিনের মধ্যে যদি ভালো না হয়, তাহলে কি তারা আবার আসে কোর্সটা কমপ্লিট করার জন্য?

উত্তরদাতা:তারা হয়তো অনেকেই আসেনা। যদি আসে হয়তো কোর্স বাড়ায় দিই নাহলে বেশী জটিল হলে অন্য জায়গায় ভালো ডাক্তারের কাছে পাঠাই দিই। হসপিটালে, ক্লিনিকে এরকম পাঠাই দিই।৫:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি মনে হয় যে মানে ভাইজান, দিনদিন এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা বেড়ে যাচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:দিন দিন এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা বেড়ে যাচ্ছে কারন কাজ করতেছেনা। একেক জায়গায় যেয়ে একেকভাবে মানে হায়ার এন্টিবায়োটিক খেয়ে আসে। পরে যখন নরমাল দিই, কাজ করেনা। তো আমরাও এরকম অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিই। ভালো ক্লিনিকে, ভালো হসপিটালে, ভালো ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিই। প্রাথমিকভাবে দিই। যদি না কাজ করে তাহলে ফিরে আর দিইনা। আরে ভালো ডাক্তারের কাছে, উন্নত ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে প্রেসক্রিপশন যেগুলা ডাক্তারের কাছ থেকে আসে মানে প্রেসক্রিপশন ডাক্তারের কাছ থেকে যেগুলা আসে, ঐগুলাতে এন্টিবায়োটিকের ইয়ে মানে, তারা কি বেশী দিয়ে থাকে নাকি কম দিয়ে থাকে? যেমন, কুমুদিনি বা মির্জাপুর সরকারি হাসপাতাল থেকে যে প্রেসক্রিপশনগুলা পান, ঐখানে কি এন্টিবায়োটিক বেশী দেওয়া থাকে নাকি হচ্ছে সাধারন ঔষধ বেশি লিখে উনারা। কোনটা বেশী লিখে?

উত্তরদাতা:উনারা হয়তে সাধারন ঔষধগুলাই বেশী লিখে। এন্টিবায়োটিক কমই লিখে। তিনদিন পাঁচদিন সাতদিন এরকমই লিখে। সাতদিনের বেশী লিখেনা। পাঁচদিনের বেশী লিখে। চৌদ্দ দিন খুব কম লিখে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক সাধারনত সচরাচর বেশী লিখে থাকেন? আপনি যদি এন্টিবায়োটিক দেন মানে কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক রোগীকে সাধারনত সচরার বেশী দেন?

উত্তরদাতা:ডাক্তাররা যে লিখে?

প্রশ্নর্কতা:না। আপনি যখন দেন।

উত্তরদাতা:আমি যখন দিই, তখন ঐ প্রাথমিক নরমালি যেটা দিই এমোক্সিলিন, ফাইমক্সিল। এরপরে ঐটার চাইতে একটু ভালো চাইলে, অথবা যদি জ্বর যাওয়া আসা করে, ফেল করে তাহলে আর একটু বাড়িয়ে দিই। সিপ্রোসিন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন সময় কোন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ আপনি ফেস করছেন যে মানে একটা ঔষধ, এন্টিবায়োটিক আপনি রোগীকে দিছেন, মনে করতেছেন যে আমি কি এটা দিবো নাকি এটা দিবো, এই ধরনের কোন সমস্যা

উত্তরদাতা:না। না।

প্রশ্নর্কতা কোন সময় ফিল করছেন কিনা যে অঅসলে কোনটা দিবো, নিজেরতো সিদ্ধন্ত নেওয়ার একটা বিষয় আছে।

উত্তরদাতা:না। আমি ঐরকম সিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে এটা খেলেই আপনার কম খাওয়াই, প্রাথমিকভাবে এমোক্সিসিলিন কম খাওয়াই ভালো। আগে হায়ারে না যাওয়া, হায়ারে যাওয়া ঠিক না। প্রাথমিকভাবে নরমাল এন্টিবায়োটিকে যদি কারো চলে যায়, তো গেলই। এরকম তিনদিন দিয়ে দিই নরমালটা। তখন কাজ করে। অনেকেরই কাজ করেনা। না করলে আবার ফিরে ঐটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়। আস্তে আস্তে। ধাপে ধাপে মানে --- । --৭:৪০

প্রশ্নর্কতা:যেটা বলতেছিলাম যে এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে বা প্রেসক্রিপশনে আপনি যখন এন্টিবায়োটিক দেন, সেক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা তো কোন সময় ফেস করছেন কোন সময়? যেকোন ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ বাএন্টিবায়োটিক দিতে গিয়ে আমি আসলে কোনটা দিবো বা কি ধরনের এন্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত। কোন সমস্যা হয়ছে দিতে গিয়ে? মানে একটা সিদ্ধান্তের বিষয় আছে।

উত্তরদাতা:রোগীর কাছে আলোচনা কইরা, রোগীর কাছ থেকে সব জাইনা এরপরে যদি খুব জটিলে যায়, তাহলে আপনার ঐ সিপ্রোফ্লোক্সাসিন দিই। সকাল বিকাল। আর যদি নরমালে থাকে, সাধারন ঠান্ডা, জ্বর, কাশ নরমালে থাকলে,কোনদিন জ্বরটা আসছে, আজকে আসছে। প্রাথমিক এমোক্সিসিলিন, প্রাথমিক এমাক্সিসিলিন এন্টিবায়োটিকগুলা দিয়ে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক মানে কত মাত্রায়, কত ডোজ, কতদিন খেতে হবে, এটার কোন সাইড এফেক্ট আছে কিনা, কোন রেজিস্ট্যান্স, এ সর্ম্পকে কিছু বলেন? কোন দিকনির্দেশনা থাকেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। বলি।

প্রশ্নর্কতা:কি বলেন?

উত্তরদাতা যে যদি আপনি তিনদিন এন্টিবায়োটিক খান তাহলে দুর্বল হবে শরীর। এরপরে কিছু ভিটামিন, ক্যালসিয়াম এরকম কিছু খেয়ে নিবেন। দেখবেন আপনার দুর্বলটা যায়বোগা।

প্রশ্নর্কতা:আর ডোজ, ডোজের বিষয়টা কি বলেন? কয়দিনের জন্য দেন সাধারনত, এন্টিবায়োটিক যখন দেন?

উত্তরদাতা:নীচে তিনদিনের। তিনদিনের এন্টিবায়োটিক দিই।

প্রশ্নর্কতা:আর উপরে?

উত্তরদাতা:উপরে পাঁচদিন। তিনদিনের প্রাথমিক দিই। যদি না হয় আবার দুইদিন বাড়ায়ে দিই। এরকম আর কি। উপরে সাতদিন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো এটার কোন সাইড এফেক্ট, কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলেন যে মানে কোন এটা এন্টিবায়োটিক খেলে যেমন একটা বলতেছিলেন যে এটা খেলে দুর্বল লাগবে।

উত্তরদাতা:হ্যা। এন্টিবায়োটিক খেলে অনেক সময় দুর্বল লাগে। এরপর আপনার গায়ে হয়তো গোটাগাটি উঠতে পারে। আর যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে আবার ফিরে আসবেন। এরকম বলি।

প্রশ্নর্কতা:মানে সাইড এফেক্ট আর কি হতে পারে যদি এন্টিবায়োটিক খায়? একটা তো বললেন দুর্বল, গোটাগাটি উঠতে পারে। আর? আর রেজিস্ট্যান্স সর্ম্পকে কিছু বলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এরপরে রেস্টে থাকতে বলি

প্রশ্নর্কতা:না। রেজিস্ট্যান্স, এন্টিবায়োটিক যে রেজিস্ট্যান্স আমরা যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, আমরা বলি না?

উত্তরদাতা:হ্যা। এন্টিবায়োটিক হয় আপনার রিএকশন করে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। আপনার বডি, আমরা বলি না যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। এই ধরনের রেজিস্ট্যান্স সর্ম্পকে কিছু বলেন?

উত্তরদাতা:আমি তো নরমাল এ দিই, তখন একটু দুর্বল হয়। এমনে রিএকশন কোন সময় হয়নি আমার। ১০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:----১০:০৭

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কোন রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিবেন কি দিবেন না মানে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে নাকি দিতে হবেনা। এইযে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়, এই সিদ্ধান্তটা আপনি একা একা কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:না, যদি বেশী জটিল থাকে তখন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি। আর নরমালে থাকলে তখন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা। মনে করি যে এটা নরমালি যায়বোগা। তখন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা।

প্রশ্নর্কতা:জটিল বলতে কি ধরনের জটিলতা? কয়েকটা জটিলতা যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা:জটিল মানে যেমন জ্বর আসছে এক সপ্তাহ কি কিনদিন চারদিন পাঁচদিন এরকম জ্বর আসা যাওয়া করছে। প্যারাসিটেমল খায়তেছে আবার -----১০:৪০ জ্বর আসা যাওয়া করতেছে। তখন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি। আমি প্রথমভাবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনাা।

প্রশ্নর্কতা:এটাতো একটা গেল জ্বর। আর কোন অসুখে আপনি ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা:ডায়রিয়া, পাতলা পায়খানা হলে এরকম এমোডিস, ফিলমেট, মেট্রিল এগুলা তিনবেলা দিয়ে থাকি। আবার কিছু বাইছা খায়বার কই। মাছ, দুধ, ডিম, শাক, গরুর গোশত, ডাল এগুলা যেন ডায়রিয়ার মধ্যে না খায়। পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়ার মধ্যে যেন না খায়। এ মেট্রিলগুলা, মেট্রোনিডাজলগুলা তিনবেলা খাওয়াতে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এন্টিবায়োটিকের দাম বা বাজার মুল্য মানে এটা কি সাধারন জনগন যারা ক্রেতা, ঔষধ কিনতে আসে, তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে? মানে দামটা কি তাদের মানে সাধ্যের মধ্যে থাকে নাকি বেশী? কি মনে হয় আপনার? এন্টিবায়োটিকের দাম।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকের দাম মানে বেশী দামের এন্টিবায়োটিক দিলে যদিও তার লাগে, নিতে চায়না।

প্রশ্নর্কতা:মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে এন্টিবায়োটিকের যে দাম এটা কি মানে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে, সীমার মধ্যে থাকে নাকি সীমার বাইরে? দামটা কম নাকি বেশী? সাধারন ঔষধ আর এন্টিবায়োটিক। সাধারন ঔষধের একটা দাম আছে আবার এন্টিবায়োটিকের একটা দাম।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো সবসময় দাম বেশী থাকে।

প্রশ্নর্কতা:দাম বেশী। না?

উত্তরদাতা:ভালো এন্টিবায়োটিক নিলে তখন বুঝায়ে বলি যে এটা আপনার লাগবো। এটা ছাড়া চলবোইনা। মানে আপনার জ্বর যাওয়া আসা করতেছে অথবা এটা কন্ট্রোল হয়বোনা। আপনার আরো কষ্ট হয়বো। এরকম বুঝাইয়া দিই তাদেরকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে এটা বুঝায়ে দিতে হয়?

উত্তরদাতা: বুঝায়ে দিতে হয়। যে আপনার সমস্যা সমাধান হয়বোনা। যে আপনি টাকা বেশী দেখে না খান, তাহলে আপনার সমস্যা সমাধান হয়তেছেনা।

প্রশ্নর্কতা:দাম নিয়ে আপনার মতামত হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিকের দামটা বেশী?

উত্তরদাতা হ্যা। প্রাথমিকভাবে যদি আপনার নরমালি কাজ না করে তাহলে বেশী দামের এন্টিবায়োটিক দেওয়া লাগবো।

প্রশ্নর্কতা:সাধারন হচ্ছে ঔষধের তুলনায় এন্টিবায়োটিকের দাম কি বেশী নাকি কম?

উত্তরদাতা:বেশী।

প্রশ্নর্কতা:বেশী। এন্টিবায়োটিকের দাম বেশী। আর একটা জিনিস কি মনে হয় যে, একজন ক্রেতা, ঔষধ যিনি নিচ্ছেন, উনি একজন রোগী, যিনি ঔষধ নিচ্ছেন। উনি যে মানে এন্টিবায়োটিকটা যে বেশী দাম দিয়ে নিচ্ছেন, উনি সুবিধাটা পাচ্ছেন? এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে যে সুস্থ হওয়া বা ভালো হওয়া

উত্তরদাতা:অনেকে এসে বলে যে ঔষধে খুব কাজ হয়ছে। ঔষধে আপনার কাজ হয়ছে। ঔষধগুলো খুব ভালো। কাজ হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে ম্যাক্সিমাম রোগী কি উপকার পায় নাকি পায়না?

উত্তরদাতা: ম্যাক্সিমাম রোগী উপকার পায়। এসে বলে যে ভালো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে তারা এন্টিবায়োটিকটা কিভাবে গ্রহন করে থাকে? তারা কি পুরা মানে ঔষধের কোর্সটা কি সর্ম্পূন কোর্স কমপ্লিট করে? নাকি তারা পুরাডোজ কিনে থাকে? আপনার এখান থেকে

উত্তরদাতা:অনেকেই পুরা কোর্স নিয়ে যাই। তিনদিনের নিয়ে যায়। তারা খেয়ে সুস্থ হয়। আবার অনেকে আছে যে, টাকা কম তাহলে একদিনের দেন, দুইদিনের দেন। পরে আবার নিমুনে। অথবা অন্য জায়গা থেকে ক্রয় করুমনে। এরকম নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তার মানে কি সবাই ফুল ডোজ কোর্স নেয় নাকি ফুলডোজ নেয়না?

উত্তরদাতা:আপনার এরকম সব লোকই তো ফুল ডোজ নেয়না। দাম বেশী। আবার অনেকে বলে যে, কিছু দেন, খাইয়া দেখি গা। যদি না সারে তাহলে অন্য জায়গা থেকে নিমু।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এখন তো অহরহ সব জায়গায় ইয়া আছে। ফার্মেসি পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে বেশীরভাগ রোগী যারা অল্প করে নিচ্ছে, তারা কি আবার পরবর্তীতে ফিরে এসে নেয় নাকি নেয়না?

উত্তরদাতা:অনেকে ফিরে আসে যে ঔষধ প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:দশজনের মধ্যে ধরেন কয়জন ফিরে আসে। দশজন অল্প করে নিলো। টাকার অভাবে বা কোন কারনে কম করে নিলো। পরবর্তীতে দশজনের মধ্যে আবার কয়জন ফিরে আসে নেওয়ার জন্য। কোর্সটা কমপ্লিট করার জন্য। ধরেন সেটা পাঁচদিন বা সাতদিনের ঔষধ, সেক্ষেত্রে কয়জন আসে, দশজনের মধ্যে

উত্তরদাতা: দশজনের মধ্যে অনেক সময় আপনার দশজনের মধ্যে আটজন ফিরে আসে। হেই দোকান থেইকা আনছি। ভালো ঔষধ পাওয়া যায়। এটা পাওয়া যায়না, এরকম আসে।

প্রশ্নর্কতা:আসে। আচ্ছা। আপনি কি মানে যখন এন্টিবায়োটিক দেন, মানে কোন অন্য ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিককে কি বেশী প্রাধান্য দেন যে সাধারন ঔষধ খাওয়ার চেয়ে আপনি এন্টিবায়োটিক খান। আমার মনে হয় এটা ভালো হবে।

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:প্রাধান্য দেন বেশী?

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটিক তো কখোই প্রাধান্য বেশী দিইনা। কারন যখন প্রয়োজন, তখনই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কেন মানে প্রাধান্য দেননা কেন?

উত্তরদাতা:আপনার যদি এন্টিবায়োটিক ছাড়া মানুষ সাইরা যায়, এজন্য এন্টিবায়োটিক ছাড়া প্রাথমিকভাবে দিয়ে থাকি। এরপর খায়য়া যখন বলে যে, সমস্যা রয়ে গেছে। তখন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিকটা কম ব্যবহার করার চেষ্টা করেন কেন মানে কারনটা কি? ১৫:০০

উত্তরদাতা:মানে এন্টিবায়োটিক তো আপনার খাওয়ালে রোগী তখন ইয়ে করতে থাকে। দুর্বল হয়ে যায়। এরপরে অত তাড়াতাড়ি প্রাথমিকভাবে এন্টিবায়োটিকটা খাওয়া মানে ঠিক হয়না।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন ঠিক না। আপনার মতে কেন

উত্তরদাতা:পরবর্তীতে আর এন্টিবায়োটিকে হয়তো কাজ করবেনা। এন্টিবায়োটিক খায়তে খায়তে সে এরকম দুর্বল হয়ে যায়বো। এরপর আপনার ঐ এন্টিবায়োটিক খায়লে তার আর কাজ করবেনা।

প্রশ্নর্কতা:তখন আবার এন্টিবায়োটিক খায়লেও কাজ করবে না?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খায়লেও কাজ করবে না। এরচেয়ে হায়ার এন্টিবায়োটিক দিতে হবে তাকে। অভ্যাস হয়ে যাবে। এন্টিবায়োটিক এর

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো যে মানে অন্য ঔষধের সাথে আমরা যে বলি যে অন্য যে ঔষধ আছে, এটার সাথে এন্টিবায়োটিক এর কোন পার্থক্য আছে? কোন ডিফারেন্স আছে? এন্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য সাধারন ঔষধ বা অন্যান্য ঔষধ। এটার মধ্যে কোন ডিফারেন্স আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই ডিফারেন্স।

প্রশ্নর্কতা:যেমন কি ডিফারেন্স আছে দুইটার মধ্যে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর কাজ হলো আপনের একটা এন্টিবায়োটিক আছে আপনার বারো ঘন্টা কাজ করে। একটা এন্টিবায়োটিক আছে আপনার চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে। আর সাধারন ঔষধগুলা যেগুলা ঐগুলা ছয়ঘন্টা কাজ করে। তিনঘন্টা কাজ করে এরকম পার্থক্য।

প্রশ্নর্কতা:এটা পার্থক্য?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন পার্থক্য, দামের দিক বা অন্যান্য

উত্তরদাতা:হ্যা। দামের দিক দিয়েও পার্থক্য আছে।

প্রশ্নর্কতা: পার্থক্য আছে।

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন পার্থক্য?

উত্তরদাতা:দামের দিক দিয়েও পার্থক্য আছে। তারপর ব্যবহারের দিকে পার্থক্য, কাজেও পার্থক্য।

প্রশ্নর্কতা:তো অনেকগুলো পার্থক্য বললেন। এছাড়া আর দুই একটা কি বলতে পারবেন? মানে এখানে যে লোকজন আসে, লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক চায় আপনার কাছে যে আমাকে এই এন্টিবায়োটিক দেন বা ভাইজান, আমাকে এন্টিবায়োটিক দেন, এরকম বলে?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশনের এন্টিবায়োটিক যখন তারা ব্যবহার করে, খায়। যখন সমস্যা করলে সমাধান হয়ে যাবে। প্রেসক্রিপশনটা রেখে দেয় অথবা ঐ খালি খাপ রেখে দেয়। ঐ খাপ নিয়ে আসে। অনেক শিক্ষিত লোক আছে। তারা মুখস্থ এসে বলে যে আমাকে প্রেসক্রিপশনে এই ঔষধ লিখছিল। এজন্য আমি এটা খাই। কোন সমস্যা নাই। তখন দিই।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে আপনি কি করেন মানে

উত্তরদাতা:তখন তাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি এন্টিবায়োটিকটা ডাক্তারে লিখছে? আপনার প্রেসক্রিপশনে আছে? এরকম বইলা দিই। অনেক সময় প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে অনেক সময় খালি খাপ নিয়ে আসে। কভার নিয়ে আসে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি মুখে মুখে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন? মানে ডাক্তাররা তো বিশেষ করে এমবিবিএস যারা, আমরা শুনি যে লিখিতভাবে দেয়। আপনি যে দেন এন্টিবায়োটিক, এটা কি মুখে মুখে বলে বুঝায় দেন নাকি এটা কাগজে লিখে দেন?

উত্তরদাতা:কাগজেও লিখে দিই অনেক সময়, কাগজে লিখে দিই। আবার মুখে বলে দিই আবার ঔষধ এমনি কাইটা দিই। একবার দুইবার তিনবার এরকম কাইটা দিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কাগজে কখন লিখে দেন, কাগজে?

উত্তরদাতা:কাগজে লিখি যখন জটিল হয়, তখন কাগজে লিখে দিই। আর নরমাল যেগুলো ঐগুলো কাগজে লিখিনা। ঐগুলো এমনি দিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:তো উনারা মনে রাখে কিভাবে যে ক

উত্তরদাতা:মনে রাখে ঐ ঔষধ আমি যদি সকাল বিকাল খায়, ফাইলের দুই মাথা কাইটা দিই। দুই মাথা কেটে দিলাম, সকালে আর রাতে। আর যেটা তিনবেলা খায়বার কই, ঐডা দণন মাথায় দুই কাটা দিই। মাঝখানে একটা কাটা দিই। সকাল দুপুর বিকাল।

প্রশ্নর্কতা:তো ভাইজান, এখন আমরা একটু ঝুঁকি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করি। মানে সেটা হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিকগুলা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে। আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকগুলা যে রোগ প্রতিরোধ, মানুষের শরীরে যে রোগ হয়, সেটা প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকরীভাবে কাজ করে। ভুমিকা পালন করে। এটা কি ঠিক নাকি ঠিক না?

উত্তরদাতা:হ্যা। কার্যকরীভাবে কাজ করে। এন্টিবায়োটিক তো মানুষের দেহের জটিল রোগগুলারে ধারন ক্ষমতা রাখে ওদের নির্মুল করার জন্য। জীবানু থাকে, ইনফেকশন থাকে। এগুলারে ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে কিভাবে করে? শরীরে ধরেন একটা এন্টিবায়োটিক খেলো একজন রোগী। খাওয়ার পর শরীরে গেল এন্টিবায়োটিকটা। যায় সেটা কি কি উপায়ে মানে কাজ করে শরীরে ঢোকার পরে?

উত্তরদাতা:শরীরে ঢোকার পরে আপনার ঐযে আপনার পুরা বডিতে ছড়িয়ে পড়ে যেয়ে কাজ করে। জীবানুগুলারে ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:জীবানু বলতে কি ধরনের জীবানু? এগুলি কারা? কি ধরনের জীবানু?

উত্তরদাতা:ঐ আপনার এরকম, ভাইরাস জাতীয় আপনার ঐ ছোট ছোট আপনার ইয়ের মতো, ধানের মতো, এরপর আপনার ঐ ইসের মতো জীবানু আছে। ঐ জীবানুগুলারে ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এভাবে ধ্বংস করে দেয়। মানে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা এন্টিবায়োটিকটা ভালো কাজ করে? কয়েকটা রোগ বলতে পারবেন? যেমন আপনি কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন জ্বর ঠান্ডা এরকম কি কি রোগ ভালো করার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কাজ করে?

উত্তরদাতা:মুলত ঠান্ডা, আমাশা এগুলা আপনার কাটাঁছেড়া

প্রশ্নর্কতা:কাটাঁছেড়া

উত্তরদাতা:অপারেশন করলে

প্রশ্নর্কতা:অপারেশন, আর? আর দুই একটা বলতে পারবেন?

উত্তরদাতা:কাটাঁছেড়ার সময়ে এন্টিবায়োটিক লাগে। অপারেশনে লাগে এবং আপনার ইয়ে ২০:০০

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক এর তো অনেক গ্রুপ আছে আসলে। কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকগুলা ভালো কাজ করে? কয়েকটা গ্রুপ বলতে পারবেন যে কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকগুলা ভালো কাজ করে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো আপনার ঐ যেগুলা দামী এন্টিবায়োটিক, আপনার ঐ২০:২৫ -----ঐগুলাই কাজ করে বেশী।

প্রশ্নর্কতা:এরকম গ্রুপ কি আছে? কয়েকটা গ্রুপ যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা:প্রথমে হলো এমোক্সিসিলিন তারপর সিপ্রোফ্লোক্সাসিলিন এরপর সেফ্রাডিন তারপর আপনার এরিথ্রোমাইসিন, তারপর আপনার এজিথ্রোমাইসিন এরপর আপনার সেফিক্সিম এরপর আপনার সেফোরোক্সিম

প্রশ্নর্কতা সেফোরোক্সিম, আচ্ছা। আচ্ছা এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলতে আপনি আসলে কি বুঝেন? আমরা বলি না এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে একজনের বডি বা

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেকেরই আপনার ইয়ে হয়, হাত পা ফুলে যায়, শরীরটা অনেক সময় গোটা উইঠা ফাইটা যায়। অনেকের এরকম চুলকানি হয়ে যায়। তখন মনে করি যে ঐটা রিএকশন হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা তো রিএকশন। আমি বলতেছি যে মানে এন্টিবায়োটিকটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে বডির মধ্যে। যে এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে। ঔষধটা তার

উত্তরদাতা:কাজে লাগেনা।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা বলতে আপনি কি বোঝেন? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সর্ম্পকে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স

প্রশ্নর্কতা:মানে এই শব্দটা শুনছেন?

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্স যেটা----২১:৪৬

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি যেটা বোঝেন, এটাই বলেন। মানে কি করে, হ্যা, আপনি বললেন ফেইল করে। আর এটাকে যদি আরেকটু খুলে বলেন। ফেইল করে বলতে কি বোঝাচ্ছেন এটাই যদি

উত্তরদাতা:কাজ করে নাই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:কাজ করেনা। কেন কাজ করেনা। ধরেন এন্টিবায়োটিক খেলো। এন্টিবায়োটিক কাজ করতেছেনা। কেন কাজ করতেছেনা। এটা একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খেলে কাজ করতেছেনা হয়তো এই এন্টিবায়োটিক আপনার ----২২:১৫ বাড়িয়ে দেওয়া লাগবো। অন্যটা দেওন লাগবো। এটা কাজ করতেছেনা। চেঞ্জ করে দেওয়া লাগবো।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু এন্টিবায়োটিকটা যে তার শরীরে যাওয়ার পরে কাজ করতেছেনা মানে কেন কাজ করতেছেনা। মানে তার শরীরের মধ্যে কি হয়ছে? যে এন্টিবায়োটিক ঔষধটা তো একটা পাওয়ারি ঔষধ। সেটা সে খাচ্ছে। কিন্তু কাজ হচ্ছেনা।

উত্তরদাতা:এখন হয়তো যে রোগের জন্য দেওয়া হয়ছে, ঐ রোগের মধ্যে পড়ে নাই। ঐটার মধ্যে পড়ে নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এজন্য তার পরীক্ষা নীরিক্ষা করা প্রয়োজন। যে কোন রোগে, অন্য কিছু হতে পারে। যেটার জন্য মনে করে দিলাম, সেটা কাজ করছেনা। তাহলে অন্য সমস্যা থাকতে পারে। এজন্য তার পরীক্ষা নীরিক্ষার প্রয়োজন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ধরেন অনেক সময় দেখা যায় যে এইযে বলছিলেন এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সর্ম্পকে, যেমন এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, এটা তো বললেন যে ফেল করে। যদি মানে এটা ফেইল যাতে না করে এজন্য কি কাজ করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা:ফেইল যাতে না করে, যে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়ছে, ঐটা যদি ফেল করে, ঐটা থেকে আরো বাড়িয়ে দিতে হবে এন্টিবায়োটিক। যেমন এমোক্সিসিলিন দিছি। এমোক্সিসিলিন কাজ করতেছেনা। ঐখানে এক ধাপ বাড়িয়ে দিতে হবে। সিপ্রোফ্লোক্সাসিন। সিপ্রোফ্লোক্সাসিন যদি কাজ না করে আপনার এজিথ্রোমাইসিন, এরক ধাপে ধাপে উপরে যেতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:এটাতো আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে। এটা বুঝলাম। কথা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তার শরীরের মধ্যে যাতে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা না হয়, এটা বন্ধ করার জন্য কি করা যেতে পারে? এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বন্ধ করার উপায় কি? ধরেন একজনকে আপনি একটা কোর্স দিলেন রোগীকে। তিনদিন বা পাঁচদিন বা সাতদিনের জন্য। সেই কোর্সটা সে কমপ্লিট করলোনা। সে হয়তো দুইদিন খেয়ে জ্বর ভালো হয়ে গেল। মনে করলো যে এটা খেলে মাথা ঘুরায়, তো বললেন, না, আমি আর খাবোইনা। সে যদি ঔষধটা কোর্স কমপ্লিট না করে তাহলে তার কোন সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা:কোর্স না করলে এটা তার (কারো সাথে কথা বললেন)

প্রশ্নর্কতা কোর্স কমপ্লিট না করলে?

উত্তরদাতা:তার ঐ সমস্যা থেকেই যায়বো। পরে ঐ রোগটা আরো বড় হয়ে উঠতে পারে। জ্বরটা মেয়াদে চলে যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মেয়াদে বলতে?

উত্তরদাতা:টাইফয়ে

প্রশ্নর্কতা:টাইফয়েড

উত্তরদাতা:টাইফয়েডে যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা তো তাহলে এটা বন্ধ করার উপায় কি?

উত্তরদাতা:ব্লাডের মধ্যে চলে যেতে পারে। এজন্য আবার তাকে বুঝিয়ে এন্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:বুঝিয়ে খাওয়াতে হবে। মানে সে তো কমপ্লিট করলোনা। সে তো খায়লো হচ্ছে দুইদিন বা তিনদিন।

উত্তরদাতা:আবার আপনা প্রথম থেকে খাওয়াতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আবার প্রথম থেকে খাওয়াতে হবে। মানে

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক প্রথমে ইয়ে না করলে কোর্স কমপ্লিট না করলে আবার প্রথম থেকে তিনদিন পাঁচদিন সাতদিন এরকম এন্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু সে তো গরীব মানুষ। বললো যে ভাই, আমার টাকা নাই। আমি খেতে পারছিনা। তখন উপায় কি?কি করা যায় তখন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক, যেখানে এন্টিবায়োটিক লাগবো, ঐখানে গরীব আর ধনী মনে করলে চলবেনা। ঐখানে এন্টিবায়োটিকই লাগবো। ২৫:০০

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক লাগবে?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:কেন এন্টিবায়োটিক লাগবে কেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক লাগবো নাহলে তো তার ঐ অসুখটা সারতেছেনা। তার সমস্যা তো সমাধান হয়তেছেনা। সমস্যা থেকেই যাবে। এখন অসুখ তো ধনী গরীব না

প্রশ্নর্কতা:না।

উত্তরদাতা:টাকাপয়সা আছে নাকি নাই, অসুখ তো সেটা অসুখই। এন্টিবায়োটিক লাগলে তাকে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:দিতে হবে। আচ্ছা। মানে সঠিক নিয়ম মাফিক, নিয়ম নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবন করার মানে চ্যালেঞ্জটা কি আসলে? যে আপনি দিচ্ছেন, এন্টিবায়োটিক বলে দিচ্ছেন যে তিনদিন বা পাঁচদিনের জন্য আমি আপনাকে দিলাম। আপনি পাঁচদিন খান। তাহলে আপনি আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু এটা সে ঠিকমতো খাচ্ছেনা। এটা যাতে মানে সঠিকভাবে যাতে খায়, তারজন্য এটাতো একটা চ্যালেঞ্জ যে সে তো খাচ্ছে কি খাচ্ছেনা, আপনি তো জানেন না। এটা ব্যবহারের চ্যালেঞ্জটা কি আসলে?

উত্তরদাতা:এখন কয়দিনের কোর্স দিলাম। সময় কয়দিন চলে গেল।তিনদিন আগে ঔষধটা দিছি, খায়ছে, দেখা গেছে খায়ছে একটা। তাহলে সে খায়নি ঔষধ। সমস্যা থাইকাই যায়। সমাধান হয়বো কিভাবে। তখন ঐ রোগী অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিই। আপনি ক্লিনিকে চলে যান। ভালো হসপিটালে চলে যান, ভালো ডাক্তারের কাছে চলে যান। আপনি ভালো করে ট্রিটমেন্ট কইরা তারপর ঔষধ খান। ডাক্তার যা লিখে খান।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন একটু নীতিমালা সর্ম্পকে জানতে চাচ্ছিলাম। সেটা হচ্ছে আপনি কি মানে যখন এন্টিবায়োটিক বিক্রি করেন, প্রেসক্রিপশন ছাড়া. আপনি কি প্রেসক্রিপশন দেন নাকি কোন মৌখিকভাবে দেন।

উত্তরদাতা:এমনি নরমালে হলে মৌখিকভাবে দিয়ে দিই। অনেক সময় রোগী মনে না রাখতে পারলে লিইখা দিই। ঔষধ আপনার ঔষধের ফাইলের মধ্যে দাগ কেটে দিই। যেভাবে রোগীর সাথে পরার্মশ করে যেভাবে সে মনে রাখতে পারে ঐভাবে খায়তে পারে , ঐভাবে তাকে বুঝিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা সাধারন ঔষধ বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার মানে পর্যবেক্ষন করে দেখভাল করে যে এন্টিবায়োটিক যে ব্যবহারটা হচ্ছে এটা দেখার জন্য কোন অফিস থেকে কেউ এখানে আসে আপনার? কোন পর্যবেক্ষক বা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা সর্ম্পকে আপনি জানেন, কেউ আসে? কোন অফিস আছে এরকম?

উত্তরদাতা:না। এরকম আপনার একন পর্যন্ত কোথাও থেকে আসে নাই। এই প্রথম

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে ড্রাগ সুপারের অফিস আছে না?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:ঐখান থেকে আসে কেউ?

উত্তরদাতা:ড্রাগ সুপারের এরকম আসে। তারা এসে এরকম ঔষধপানি সেফ করে।

প্রশ্নর্কতা:তারা বছরে কয়বার আসে?

উত্তরদাতা:এরা আসে মাঝেমধ্যেই আসে।

প্রশ্নর্কতা:মানে মাসে আসে নাকি বছরে কয়েকবার আসে এরকম?

উত্তরদাতা:বছরে আপনার দুইতিনবার আসে।

প্রশ্নর্কতা:দুইতিনবার আসে? আচ্ছা। আপনি কি মানে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের কোন সরকারি নীতিমালা সর্ম্পকে জানেন? এন্টিবায়োটিক ব্যবহার কিভাবে করবেন, এটার উপর সরকারের নীতিমালা আছে কিনা, এই বিষয়ে জানেন?

উত্তরদাতা:সরকারি নীতিমালা তো আমরা, আমাদের দোকানে জানায় নাই। অথবা আমরা কোন কাগজপত্রও ঐরকম দেয় নাই। শুনছি যে মানে এন্টিবায়োটিক মানুষকে খাওয়াতে খাওয়াতে মানে অহরহ এন্টিবায়োটিক খাওয়াতে খাওয়াতে পরে সে এরকম চলে যায়তেছে। পরে আর এন্টিবায়োটিকেও আর তারে কাজ করেনা। এরকম শুনছি আরকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোত্থেকে?

উত্তরদাতা:মোবাইলে, ফেসবুকে দেখছি।

প্রশ্নর্কতা:মোবাইলে, ফেসবুকে? আর?

উত্তরদাতা:এরকম শুনছি।--২৮:১৭

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা থেকে বাঁচার উপায় কি? এটা একটা সমস্যা না? এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে কিন্তু এন্টিবায়োটিক কাজ করছেনা। তাহলে এর থেকে পাওয়ারি ঔষধ তো আর পাওয়ারি ঔষধ আর কি আছে? মানে এটাইতো বলতেছি আমরা পাওয়ারি ঔষধ, এন্টিবায়োটিকটা।

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে এটা একটা সমস্যা না?

উত্তরদাতা:সমস্যা। এখন কোন নরমাল কিছু দেখা দিলে তখনই সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করা। যখন এন্টিবায়োটিক ছাড়া নরমালি কোন ঔষধ খেয়ে যখন সে সমস্যার কোন সমাধান হয়, তাহলে এন্টিবায়োটিক এর প্রয়োজন হয়না। আর যদি সে প্রথমভাবেই পাওয়ারি এন্টিবায়োটিক খায়, তখন এটা ঠিক হয়না তার জন্য। তখন ঐভাবে আপনার অভ্যাস হয়ে যায়। ঐ এন্টিবায়োটিকও পরে কাজ করেনা। আরো উপরে যেতে হয়। এভাবে তারে আর এন্টিবায়োটিকে পরে আর কাজ করেনা। প্রাথমিকভাবে এরকম হায়ার এন্টিবায়োটিক না খাওয়া। তাহলে আপনার ইয়ে মানে বডিটা ইয়ে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে ইয়ে থাকে মানে কি বোঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতা:ধারন ক্ষমতাটা থাকে এন্টিবায়োটিক কাজ করার।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ধারন ক্ষমতাটা থাকে। আচ্ছা, আপনি মানে এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য সরকারি কোন নীতিমালা বা আচরনবিধি প্রয়োজন আছে, মনে করেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই। যেটা আমার জানা নাই যে সব এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে আমার জানাও নাই। অনেকেরই জানা নাই। এটা যদি সরকার কোন সময় ইয়ে করে তাহলে আমাদের জন্য উপকার হবে, আমাদের জন্য ভালো হবে। নির্দেশনা, সরকার যদি কোন নির্দেশনার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে। আমরা আরো যতটুকু সমস্যা আছে অতটুক ক্লিয়ার হলাম। যতটুকু বুঝেছি তারচেয়ে বেশী বুঝতে পারবো।৩০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা আপনি কি মনে করেন যে কিছু মানে ধরনের পল্লী চিকিৎসক বা সেবাদানকারী আছেন যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকেন, এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন। হয়তো এন্টিবায়োটিকটা দরকার নাই কিন্তু সে বলতেছে যে, না, এই সমস্যা হয়ছে রোগীকে। আপনি এই ঔষধটা নিয়ে যান। এন্টিবায়োটিক নিয়ে যান। অযৌক্তিকভাবে কেউ দেয়? যে আসলে দরকার নাই। কিন্তু এন্টিবায়োটিকটা সে দিচ্ছে। এরকম কোন পল্লী চিকিৎসক বা কেউ আছে?

উত্তরদাতা:আমার চোখে এরকম পল্লী চিকিৎসক পড়ে নাই। হয়তো অনেক যদি পয়সার লোভে এরকম এন্টিবায়োটিক কে লাভ হয়, দরকার না, তারপরও একটা দিয়ে দেয়। পয়সার লোভ করলে তো এটা তার ইয়ে না।

প্রশ্নর্কতা:এরকম কারো কথা শুনছেন কোন সময়?

উত্তরদাতা:না। এরকম কারো কাছে শুনিনি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কেন এরকম সে প্রয়োজন নাহলেও প্রেসক্রাইব করতে পারে, কেন মনে হয়? যে মানে আপনি তো বরলেন যে পয়সার জন্য। যে এন্টিবায়োটিক আসলে প্রয়োজন নেই। তারপরও দিচ্ছে। যে পয়সার লোভে সে দিচ্ছে। এছাড়া আর কোন কারন আছে?

উত্তরদাতা:না। এরকম লাভ দেইখা, লাভের জন্য এন্টিবায়োটিক বেশী, লাভ হয় বেশী। নরমাল ঔষধে লাভ কম। অনেক সময় এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকে। মানে প্রাথমিক এন্টিবায়োটিকে, নরমাল এন্টিবায়োটিকে কাজ করে, সে হায়ার এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিল। এরকম করলে তো ঠিক না। দেওয়া ঠিক না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কেন ঠিক না। দিলে কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:হয়তো রোগীর কোন জটিল সমস্যা হতে পারে। সে বেশী দুর্বল হয়ে যেতে পারে। রিএকশন হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনার কাছে কি মনে হয় রোগীর লাভের চেয়ে যিনি ঔষধটা বিক্রি করতেছেন, তার আর্থিক লাভের জন্য প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক বেশী লেখা হতে পারে? মানে রোগীর লাভের চেয়ে যিনি দিচ্ছেন, উনার, যেটা আমরা আলোচনা করতেছিলাম ধরেন রোগীর লাভের চেয়ে, বলতেছিলাম। ধরেন একটা রোগী যে ঔষধ নিচ্ছে, তার নিজের একটা ঔষধ নিচ্ছে খেয়ে ভালো হওয়ার জন্য। না? তো ওর লাভের চেয়ে যিনি ঔষধ বিক্রি করতেছেন, এক ধরনের দোকানে। ঔষধ বিক্রেতা তার লাভের জন্য মানে এন্টিবায়োটিক বেশী বিক্রি করতে পারে বা দিতে পারে, লিখতে পারে? আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:না। এটা সম্ভব না।

প্রশ্নর্কতা কেন?

উত্তরদাতা:রোগ যাতে উন্নতি হয় সেদিকেই লক্ষ্য রাখা।

প্রশ্নর্কতা:মানে সে যদি চিন্তা করে যে আমি একটু লাভ করবো

উত্তরদাতা:এটা ঠিক না। এটা ঠিক না। রোগী যখনই হয়বো, রোগীর যা প্রয়োজন, রোগী যেন উনার কাছ থেকে, ডাক্তারের কাছ থেকে উপকার পায়। সাহায্য পায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সবার মনমানসিকতা কি এরকম? কারো একটু ইয়ে হতে পারেনা? কমার্শিয়াল চিন্তা যে, আমি একটু লাভ করি। এরকম করে কেউ?

উত্তরদাতা:অনেকে এরকম আছে। আমার জানা নাই আরকি। এরকম অনেক আছে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আপনি কি ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে জানেন যে মানে কনজিউমার রাইট। এ সর্ম্পকে জানেন আপনি শুনছেন কোন সময়?

উত্তরদাতা:ভোক্তাটা মানে কি?

প্রশ্নর্কতা:ভোক্তা মনে হচ্ছে কনজিউমার। আপনি কি কখন ও এটা শুনেছেন।

উত্তরদাতা: না শুনিনি।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এই বিষয়টা কি? একটু বুঝায়ে বলতে পারবেন, ভোক্তার অধিকার?

উত্তরদাতা:অধিকার তো আছেই। সে যেখানে সেখানে ক্রয় করতে পারবে। কিন্তু দাম তো রাখতে হবে আপনার ন্যায্য দাম যাতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা একটা ব্যবস্থাপত্র, প্রেসক্রিপশনে বা এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের যথাযথ পরার্মশ লেখা হয়, মানে তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশনে আপনার ঐ যে ঔষধগুলা লিখবে, ঐগুলা ক্লিয়ার লিখবে। খাওয়ার নিয়মটা ক্লিয়ার লিখবে। এরপর কিছু---- লিখতে হবে ঐখানে, যে এই ঔষধটা খেয়ে কি হয়লো, না হয়লো, কোন রিএকশন হয়লো, পরবর্তীতে দেখা করার জন্য। এরকম নির্দেশনা থাকা উচিত ।৩৫:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর কি থাকা উচিত? আর কোন জিনিসটা দিলে আরো ভালো হয়? আরো নতুন যদি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলেন আরো দুই একটা বিষয় যে কি কি আরো উল্লেখ করলে ভালো হয় একটা প্রেসক্রিপশনে?

উত্তরদাতা:আরো উল্লেখ করলে ভালো হয় যে এখানে ই ঔষধটা খেয়ে যদি কোন রিএকশন হয়, হয়তোবা কিছুদিন পরে আবার ঐ ঔসধটাই দেখা যায়, তাহলে পরবর্তীতে ঐ কাগজটা, ঐ প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আসলে তাহলে একটা ধারনা বোঝা যায় যে এই ঔষধগুলা এই রোগী খায়ছিল। কাজ হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কেন এটা লেখা উচিত যে লিখলে পরবর্তীতে বোঝা যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: পরবর্তীতে বোঝা যাচ্ছে যে এই ঔষধগুলা এই রোগীকে খাওয়ালে আপনার ভালো হয়। ফিরে আবার ঐ রোগীটার হয়রান হতে হয়না পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে হয়না যে এই ঔষধ খেলে তার ভালো হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন যে ঔষধ কোম্পানি যারা প্রতিনিধি বা ঔষধ কোম্পানিগুলা রোগীদের এন্টিবায়োটিক ব্যবহার, যাতে বেশী করে ব্যবহার করে, এজন্য তারা উৎসাহিত করে, প্রভাবিত করে? ঔষধ কোম্পানির লোকজন বা ঔষধ কোম্পানিগুলা? রোগীরা যাতে বেশী করে এন্টিবায়োটিক খায়, সেজন্য তারা উৎসাহিত করে যে আপনারা বেশী করে এন্টিবায়োটিক তাদেরকে দেন বা প্রেসক্রাইব করেন। বলে? ঔষধ কোম্পানির যারা আসে, উনারা কি বলে?

উত্তরদাতা:না। আমাদের কাছে এরকম ইয়ে নাই।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ কোম্পানিগুলা কি চায় আসলে কি বলে, যখন আপনাদেরকে বোঝাতে আসে?

উত্তরদাতা:হ্যা, বলে যে আমাদের এই প্রোডাক্টটা ভালো কাজ করে। এটা রাখতে পারেন, রোগীকে দিতে পারেন। এটা চালাতে পারেন। রোগী উপকার পায়বো। এরকম বলে।

প্রশ্নর্কতা:মানে সাধারন ঔষধ সর্ম্পকে বেশী বলে নাকি এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে বেশী বলে?

উত্তরদাতা:আপনার ঐ এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকেও বেশীই বলে।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক সর্ম্পকে কেন বেশী বলে?

উত্তরদাতা:বেশী বলে যে এন্টিবায়োটিকগুলা সচরাচর ব্যবহার হয়না। সাধারন ঔষধের মতো এন্টিবায়োটিক তো আপনার কম বিক্রি হয়। এজন্য তারা এন্টিবায়োটিকটা প্রাথমিক এন্টিবায়োটিকটা চালানোর জন্য তারা চেষ্টা, বলে। যে আমাদের এন্টিবায়োটিকটা চালায়য়েন। এই আমাদেরটা কাজ করে ভালো। তারা তো জানে যে এন্টিবায়োটিক সচরাচর দেওয়া হয়না। এন্টিবায়োটিকটা সাধারন ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকটা কম চলে। কম ব্যবহার হয়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে লোকজন এন্টিবায়োটিক নোবার জন্য কোথায় বেশী যেতে পছন্দ করে কোন সরকারি হাসপাতাল বা বেসরকারি কোন হাসপাতাল বা আপনাদের কাছে আসতে বেশী পছন্দ করে লোকজন?

উত্তরদাতা:লোকজন তো ভালো রোগী যেখানে চিকিৎসা ভালো পায়, যেখানে উপকার পায়

প্রশ্নর্কতা:মানে আমি বলতেছি এন্টিবায়োটিক ঔষধটার জন। ঔষধটার জন্য তারা কি সরকারি হাসপাতালে যেতে বেশী পছন্দ করে, প্রাইভেট হাসপাতালে, ক্লিনিকে যেতে বেশী পছন্দ করে নাকি আপনাদের কাছে আসতে পছন্দ করে?

উত্তরদাতা:রোগীরা তো হসপিটালেই বেশীরভাগ যায়। কিন্তু ঐখানে ঔষধ পানি পায়না তেমনএকটা। কম পায় বিধায়

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কি সরকারি হাসপাতাল নাকি প্রাইভেট

উত্তরদাতা:সরকারি হাসপাতাল।

প্রশ্নর্কতা:সরকারি হাসপাতালে?

উত্তরদাতা:সরকারি হাসপাতালে তো সবাই যায়। সমস্যা হলে যায়। তখন ঐখানে যখন না পায় হয়তো তারা লিইখা দেয়। তা নাহলে আমাদের কাছে আসে। তখন আমরা দিয়ে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কোন জায়গায় আসে? আপনাদের কাছে আসে নাকি সরকারি হাসপাতালে?

উত্তরদাতা:সরকারি হাসপাতালে প্রথমভাগে যায়। যেহেতু পায় ঐখানে পয়সা ছাড়া। ঐখানে যায়য়া না পেলে তখন আমার এখানে আসে।

প্রশ্নর্কতা:মানে সরকারি হাসপাতালে কি এন্টিবায়োটিক কিছু দেয়? জানেন আপনি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো দেয় কিছু। বাচ্চাদেরকে নিয়ে গেলে এমোক্সিসিলিন দেয়। এরকম

প্রশ্নর্কতা:আর কি দেয় জানেন দুই একটা?

উত্তরদাতা:সেফ্রাডিন দেয়। এরকম আপনার মেট্রোনিডাজল দেয়।মোক্সাসিল দেয়।

প্রশ্নর্কতা:মোক্সাসিল দেয়। না? এটা কোন জায়গায়? সরকারি হাসপাতালটা কোন জায়গায়? এখানে সরকারি হাসপাতাল কি আছে?

উত্তরদাতা:আপনার প্রত্যেক ইউনিয়নে আপনার কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। ঐগুলার মধ্যে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:ঐগুলাতে দেয়?

উত্তরদাতা:জ্বী। আমাদের এখানে আছে।

প্রশ্নর্কতা:কয়টা কমিউনিটি ক্লিনিক আছে এখানে?

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নর্কতা:কয়টা কমিউনিটি ক্লিনিক আছে

উত্তরদাতা:আমাদের এখানে কমিউনিটি ক্লিনিক আছে একটা আছে।

প্রশ্নর্কতা:একটা?

উত্তরদাতা:ঐটার মধ্যে অহন আরো বেশী আছে। আমাদের এখানে একটা।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গায় এটা?

উত্তরদাতা:এটা আপনার বাশঁতৈল বাজারে।

প্রশ্নর্কতা: বাশঁতৈল বাজারে।

উত্তরদাতা:জ্বী। এটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রায়, আমাদের বাশঁতৈল ইউনিয়নে তিনটা চারটা আছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি তো গবাদি পশুর জন্য কোন এন্টিবায়োটিক ঔষধ বিক্রি করেন মানে গরু ছাগল হাঁস মুরগি এগুলার জন্য কোন এন্টিবায়োটিক আছে আপনার কাছে?

উত্তরদাতা:আছে। এন্টিবায়োটিক আছে।

প্রশ্নর্কতা:কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:গবাদি পশুর জন্য, গরুর জন্য আপনার অনেক এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি। এইযে আপনার সিপ্রোসিন ভেট।

প্রশ্নর্কতা: সিপ্রোসিন ভেট। আর?

উত্তরদাতা:আমাশয়, পাতলা পায়খানা হলে আপনার ঐ ইয়ের সাথে আপনার----------(গাড়ির শব্দে বোঝা যাচ্ছেনা)

প্রশ্নর্কতা: সিপ্রোসিন ভেট, সালফাডিন ভেট বললেন। আর?

উত্তরদাতা:ঐটা ঐটার সাথে ঐটা সিপ্রোসিন ভেট। একটা এন্টিবায়োটিক দিলে ৪০:০০

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বুঝতে পারছি। এতক্ষন তো ভাইজান, আমরা মানুষের জন্য ঔষধ বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম। এখন হচ্ছে আবার একটু গবাদি পশুর জন্য। বিশেষ করে গরু ছাগল হাঁস মুরগির ঔষধ বিষয়ক একটু আলোচনা করি। তো যেটা বলতেছিলাম, আপনার দোকানে গবাদি পশুর জন্য কি কি ধরনের ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:আমার দোকানে আছিল সিডিভেট, তারপর---সিপ্রোসিমভেট, ডিবিভেট

প্রশ্নর্কতা:মানে এগুলা সবই এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটিক হলো সিপ্রোএভেট, সিপ্রোসিমভেট এগুলা আপনার এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর সাধারন ঔষধ?

উত্তরদাতা:সাধারন ঔষধ আপনার ভিটামিন আছে, ডিবি ভিটামিন। এই ধরনের, ক্যালসিয়াম আছে। সিবিভেট, আর জিংক সালফেট আছে হলো আপনার চিজভেট। এই ঔষধগুলো আমরা বিক্রি করি।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে গবাদি পশুর, আর কিছু আছে?

উত্তরদাতা:আর পাউডার আছে। আপনার জাইমোভেট আছে, হাইড্রেক্লোরাইড আছে।

প্রশ্নর্কতা:আর? সেটা হচ্ছে যে মানে জাইমোভেট বললেন, এটা কিসের ঔষধ বললেন।

উত্তরদাতা:জাইমোভেট হলো গরুর পেটে কোন গোলযোগ দেখা দিলে , পেট ফাঁপা থাকলে, গ্যাস থাকলে, মুখে অরুচি থাকলে

প্রশ্নর্কতা:এগুলার জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এগুলার জন্য জাইমোভেট

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কি মানে গরুর গবাদি পশুর জন্য এন্টিবায়োটিক এগুলা প্রেসক্রাইব করেন, নিজে দেন? সাধারন ঔষধ যেগুলা, এগুলা দেন?

উত্তরদাতা:অনেক সময় গরুর জটিলতা থাকলে, গরুর ডাক্তারের কাছ থেজেক প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে। ঐ অনুযায়ী দিই। আবার কোন সময় আমি নিজে যতটুকু বুঝি অতটুকু দিয়ে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে এন্টিবায়োটিক মৌখিকভাবে প্রেসক্রাইব করেন, দেন যে গবাদি পশুর এই সমস্যা হলে

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঐ এন্টিবায়োটিক কয়টা বললেন যে কয়টা আছে দিনে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আপনার ঐ জটিলতা বুঝে দিই। আপনার বেশী জটিলতা থাকলে তাহলে আপনার সিপ্রোসিমভেট দিই।

প্রশ্নর্কতা:জটিলতা মানে কি ধরনের জটিলতা গবাদি পশুর

উত্তরদাতা:মানে এরকম পাতলা পায়খানা শুরু হয়ছে যে মানে আর থামেনা। তখন আমরা ঐ দিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর?

উত্তরদাতা:ডাইলেপ, ডাইলেপ্লেক্সভেট দিই। আর ঐ সিপ্রোসিমভেট দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে পাতলা পায়খানার জন্য।

উত্তরদাতা:পাতলা পায়খানার জন্য।

প্রশ্নর্কতা:আর জটিলতা বলতে আর কি ধরনের জটিলতা হয় গবাদি পশুর?

উত্তরদাতা:গবাদি পশুর মানে এরকম অঅপনার কয়েকদিন যাবত খায়তেছেনা। পেটে গ্যাসের ইসে, তারপর অনেক সময় পাতলা পায়খানা হয়। বন্ধ হয়না। পইড়া যায়গা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তখন কি দেন? এন্টিবায়োটিক কি দেন?

উত্তরদাতা:তখন আপনার ঐ ঔষধগুলাই দিয়ে থাকি। মানে বেশী জটিলতায় গেলে আমরা ঐ বড় ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিই। বড় যে সরকারি পশু ডাক্তার আছে, এদের কাছে পাঠিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে সময়ের সাথে সাথে আপনার কাছে কি মনে হয় যে, গবাদি পশুর এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা কি বেড়ে যাচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: হ্যা, গবাদি পশুর এন্টিবায়োটিকটা আগের তুলনায় এখন বেড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:বেড়ে যাচ্ছে। কেন বেড়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:বেড়ে যাচ্ছে আগে তো গরুর অতো ঔষধ পানি লাগতোনা, খাওয়াতোনা। এখন মানুষেরটাও বেড়ে যাচ্ছে (বাইরের কেউ - মানুষের যেমন বাড়ছে) গরুরও বেড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:দুইটাই বেড়ে যাচ্ছে।

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা: আপনি বলেছিলেন আপনার দোকান দিয়েছেন দুইহাজার সালে। তখন থেকেই কি আপনি গবাদি পশুর ঔষধ বিক্রি করতেন এবং ঔষধ দিতেন? প্রেসক্রিপশন দিতেন তখন থেকে?

উত্তরদাতা:প্রাথমিকভাবে আপনার ঐ চেয়ে নিতো। যতটুকু বুঝতাম ততটুকু দিতাম। এখন আপনার চর্চা করতে করতে মানে এখন অনেক পেকে গেছি। অতো ঔষধও রাখছিলামনা। অতো মানুষেরেও দিইনা, অতো গরুরেও দিইনা। এখন আপনার আমি প্রেসক্রিপশন ফলো করতে করতে, বড় ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনগুলো ফলো করতে করতে আমার কিছু কিছু নির্দেশনা নিজের মধ্যে আসছে। এখন আগের চেয়ে বেশী দিয়ে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক বিশেষ করে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে দিতে গিয়ে আপনি কোন সময় কোন চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা ফেস করেছেন যে আসলে কোন এন্টিবায়োটিকটা দিবো বা এটা কি দেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা, এরকম কোন অনুভুতি বা

উত্তরদাতা:এরকম ইয়ে করে দিই। ইয়ে করে দিলে আপনার কাজ হয়। যে আপনার যখন ডায়রিয়া হয়, পাতলা পায়খানা হয়, তখন ঐ টেবলেটগুলো দিয়ে থাকি। এন্টিবায়োটিক সহ দিই তিনদিনের দিয়া দিলে তখন বলে যে, কাজ হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ডোজ যে কি পরিমান ডোজ যে কয়দিন খেতে হবে, কোন সাইড এফেক্ট আছে কিনা বা এটার রেজিস্ট্যান্স এই সর্ম্পকে বলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। এরকম বলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:কি বলেন?

উত্তরদাতা:এই ঔষধগুলা খাওয়ালে এরকম পুরা পানি খাওয়াতে হয়বো। পর্যাপ্ত পরিমান ছায়ায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে ধুইয়া রাখতে হবে। রোদে নেওয়া যাবেনা। এরকম বলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক খেলে, কেন মানে ছায়াতে রাখতে হবে?

উত্তরদাতা:আপনার গরুটা এরকম অনেক দুর্বল হয়ে যায়। সে ঠিকমতো খাওয়া নাওয়া করতে পারেনা অসুস্থতার কারনে। এজন্য মাঠে ঘাটে আমরা নেওয়ার জন্য ----- দিই। ঠান্ডা জায়গায় বাড়িতে রাখো। ৪৫:০০

প্রশ্নর্কতা:ঐটাই বলেন। যেটা আলাপ করতেছিলাম কোন গবাদি পশুর খামারি বা যদি গরুর মালিক আসে, তাকে আপনি এন্টিবায়োটিক দিবেন কিনা তার গরুর জন্য বা ছাগলের জন্য বা গবাদি পশুর জন্য। এইযে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়, সেই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নিয়ে থাকেন? কেমনে নেন?

উত্তরদাতা:তার কাছে আমি সবকিছু শুনি। গরুর কি সমস্যা, কি অবস্থা এরকম আমি তার কাছ থেকে সব, তার কাছে সব গরুর সর্ম্পকে আমি শুনি। শোনার পরে যা যা প্রয়োজন হয়, দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে কখন মনে করেন যে এন্টিবায়োটিকটা দিতে হবে? মানে এইযে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় আছে না? সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:এখন সিদ্ধান্ত হলো ঐ অসুখটার সমস্যাটা কত ঘন্টা সময় কয়দিন সময়, এগুলা শুনি। যদি র্দীঘ সময় ধরে হয়ে থাকে তাহলে এন্টিবায়োটিক দেওয়া মে করি। আর যদি আজকে থেকে শুরু হয়ছে, তাহলে এন্টিবায়োটিক দেওয়া মনে করিনা। যদি নরমালি দিয়ে থাকি। যদি খায়য়া পরিবর্তন না আসে, দুই একদিন, দুইদিন খাওয়াবার কই। যদি দুইদিন খাওয়ালে পরিবর্তন না আসে, তাহলে এন্টিবায়োটিক পরে আইসা নিবার কই। অথবা সে নিজেই এন্টিবায়োটিক তখনই নিয়ে যায়, যে এন্টিবায়োটিক ছাড়া খাওয়ায়য়া দেখুম, যদি নাহয়, কাজ না করে তাহলে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করমু।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকের দাম, বিশেষ করে গবাদি পশুর এন্টিবায়োটিকের দাম বা বাজারমুল্য যেটা, এটা সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে নাকি ক্রয় ক্ষমতার বাইরে? দাম কি একটু বেশী নাকি কম?

উত্তরদাতা:এখন মোটামুটি দাম ইয়ে আছে।ঐটা আপনার দামতো বেশী। এখন দাম বেশী হলেও তো মানে গরুর মুল্য তো আরো অনেক বেশী। গরুর মুল্য আরো অনেক বেশী। এজন্য তারা দাম বেশী হলেও মানে ঐটা তারা রাইখা যেতে পারেনা। যেহেতু খাওয়াতে হবে। সমস্যা সমাধান করতেই হবে। দামটা একটু বেশী।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এইযে বেশী দামের ঔষধটা যে তারা নিচ্ছে, তারা ঔষধটা তো ভালো হওয়ার জন্যই নিচ্ছে।

উত্তরদাতা:জ্বী। ঔষধটা ভালো বিধায়, কাজ করে বিধায়।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু এখন ঔষধটা ভালো হওয়ার জন্য যে নেয়। যে পরিমান সুবিধা তারা আশা করে, ঔষধটা খাওয়ালে যে পরিমান লাভ হবে, সে পরিমান লাভ কি তারা পায়?

উত্তরদাতা:হ্যা। এই লাভটা তারা পায়। কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে?

উত্তরদাতা:ঔষধটা তারা নিয়ে রাখে। প্রয়োজনে অনেক সময় বেশী নিয়ে রাখে যে তারা ঐটা প্র্যাক্টিক্যাল করতে করতে তারাও খাওয়ার নিয়মটা জাইনা ফেলে। পরে তারা ঐখান থেকে খাওয়ায়। খাওয়ালে তারা বেশ উপকার পায়। একটা ডাক্তারের কাছ থেকে আপনার

গরুর কাছে নিলে অনেক টাকা ভিজিট লাগে। ডাক্তারের ভিজিট দিতে হয়। কাজেই আমরা যখন তাদেরকে বইলা দিই অথবা ঔষধটা বেশী কইরা নিয়ে রাখতে বইলা দিই। সমস্যা হলে আপনি খাওয়ায় রাখবেন। অথবা আমাদের ফোন নাম্বার দিয়া দিই। যে সমস্যা হলে জানায়য়েন। তারা ঐরকম খাওয়াতে খাওয়াতে তাদের ঐরকম মুখস্থ হয়ে যায়। তারা ঐরকম খাওয়াতে পারে। উপকার পায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে লোকজন সাধারনত গবাদি পশুর জন্য এন্টিবায়োটিক মানে পুরা কোর্স কমপ্লিট করে নিয়ে যায় নাকি অল্প করে নিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:অনেকে আছে যে আপনার টাকা বেশী আছে। কোর্স পুরায়ে নিয়ে যায়। আবার অনেকে আছে যে কম করে নিয়ে যায়। যে কম করে নিয়ে যাই, আজকে খাওয়াই অঅবার পরে এসে নিয়ে যামু। অথবা পাশে দোকান আছে। ঐখান থেকে নিয়ে খাওয়ামু।

প্রশ্নর্কতা:বেশীরভাগ কি ফুল কোর্স মেডিসিন নিয়ে যায় নাকি অল্প করে নেয়?

উত্তরদাতা:অনেকে আছে যে বেশীরভাগই ফুল কোর্স নিয়ে যায়। বারবার আসা ঝামেলা। গরু রাইখা আইসা যায়না। সবাই এসব কারনে অনেকে ফুলকোর্সই নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি গবাদি পশুর ক্ষেত্রে সাধারন ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিককে বেশী প্রাধান্য দেন যে আপনি সাধারন ঔষধ না নিয়ে মানে এন্টিবায়োটিকটা নেন। এটা নিলে রোগ তাড়াতাড়ি ভালো হবে বা এই ধরনের কিছু

উত্তরদাতা:গবাদি পশু যদি আপনার র্দীঘদিন চার পাঁচদিন ধরে এরকম অসুস্থতায় ভুগতে থাকে তাহলে শুনি। জটিলতা বুইঝা এন্টিবায়োটিকটা দিয়ে তাকি। জটিলতা বেশী না থাকলে এন্টিবায়োটিক দিইনা। এন্টিবায়োটিক ছাড়াই মানে কাজটা সারবার চেষ্টা করি।

প্রশ্নর্কতা:মানে সাধারন ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক গবাদি পশুর, এই দুইটার মধ্যে কোন ডিফারেন্স আছে? পার্থক্য আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই পার্থক্য। সাধারন ঔষধের দাম অনেক কম। আর এন্টিবায়োটিক এর দাম হলো অনেক বেশী। আর নরমাল ঔষধের দাম হলো সাধারন ঔষধের দাম হলো কম।

প্রশ্নর্কতা:এটা তো দামের ক্ষেত্রে। আর কোন পার্থক্য আছে?৫০:০০

উত্তরদাতা:কাজের ক্ষেত্রেও পার্থক্য। এন্টিবায়োটিকটা কাজও আপনা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে ফেলায়। সমস্যাটা সমাধান করে। অল্প সময়ের মধ্যে বেশী কাজ করে। আর সাধারন ঔষধগুলো আপনার খাওয়ানোর কিছু সময় কাজ করে (গাড়ির শব্দ) কিন্তু এন্টিবায়োটিকটা সাথে খাওয়ালে ঐ সাধারন ঔষধটার সাথে, এটা বেশী কাজ করবে। দুইটা মিলে একসাথে কাজ করলে আপনার তাড়াতাড়ি সমাধান হবে। এন্টিবায়োটিক ছাড়া আপনার ঐ অসুখটা নির্মুল হয়না তাড়াতাড়ি। এন্টিবায়োটিক এর মাধ্যমে অসুখটা অতি সহজেই তাড়াতাড়ি নির্মুল করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক চায় গবাদি পশুর ক্ষেত্রে? কোন প্রেসক্রিপশন ছাড়াই আসলো যে এই এন্টিবায়োটিকটা দেন গবাদি পশুর জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেক খামারওয়ালা আছে। তারা এরকম দশ বছর ধরে পাঁচ বছর, এরকম তারা গরুরে খাওয়াতে খাওয়াতে তারা এরকম করে। মানে মুখস্থ হয়ে গেছে। কোন ঔষধটা খাওয়ালে তার সমস্যা সমাধান হয়। কোনটার জন্য কি, তাদের এরকম জানা হয়ে গেছেগা। তারা অনেক সময় মুখস্থ চায়। অনেক সময় খালি কাভার নিয়ে আসে। অনেক সময় নাম লিখে নিয়ে আসে।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে আপনি কি করেন আসলে? ঔষধটা কি দেন তাদেরকে?

উত্তরদাতা:তখন আমি জিজ্ঞাসাবাদ করি। যে কি সমস্যার জন্য খাওয়াবেন? কেন খাওয়াবেন। পরে যখন ঐ সমস্যা যখন বলে তখন যদি সমস্যার সাথে পইড়া যায়, এন্টিবায়োটিকটার কাজটা যে আর ঐ সমস্যা যদি পইড়া যায় তো এটা তখন দিয়ে দিই। খাওয়ানোর নিয়মটা বইলা দিই। প্রয়োজনে লিইখা দিই।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি মুখে মুখে মানে গবাদি পশুর জন্য এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন?

উত্তরদাতা:মুখে অনেক সময় বললে আমি এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিই গরুর জন্য। অনেক সময় এন্টিবায়োটিক দিলে তাড়াতাড়ি কাজ করে। অনেকে বলে যে ভালো ঔষধ দেন যেন তাড়াতাড়ি কাজ করে। এরপরে আমি এন্টিবায়োটিকটা সাথে অনেক সময় দিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে এখন একটু ঝুঁকি নিয়ে অঅলোচনা করতেছিলাম। আপনি কি মনে করেন যে গবাদি পশুর জন্য এন্টিবায়োটিকগুলা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা। গবাদি পশুর জন্য ভালো কোম্পানির ভালো এন্টিবায়োটিক দিলে ঝুঁকির্পূন কাজ করে। এটা গ্যারান্টি দিয়ে দেওয়া যায়। তিনদিন খাওয়ালে এগুলা সমাধান হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কি কি উপায়ে কাজ করে এন্টিবায়োটিকটা যখন একটা গবাদি পশু খায় বা খাওয়ালো গবাদি পশুকে। খাওয়ানোর পর এটা কিভাবে কাজ করে শরীরে গিয়ে?

উত্তরদাতা:খাওয়ালে পরে আপনার এন্টিবায়োটিকটা পুরা বডিতেই কাজ করে। একটা এন্টিবায়োটিক আছে আপনার সিপ্রোফ্লোক্সাসিন। এটা আপনার বারো ঘন্টাই কাজ করে। আবার আছে আপনার এন্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসিন, ঐডা আপনার একবার খাওয়ালে পুরা চব্বিশ ঘন্টা দেহের মধ্যে কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকগুলা কাজ করে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আপনার গবাদি পশু যখন একবারে ডায়রিয়া হয়ে যায় মানে পাতলা পায়খানা পড়তে থাকে, ঐ সময় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নর্কতা:আর?

উত্তরদাতা:আর অনেক সময় দেখা যায় আপনার কোন জায়গায় ক্ষত হয়ে গেছে। আপনার কেঁটেছিড়ে গেছেগা। গরু আনা নেওয়ার সময় গাড়িতে ব্যথা পাইছে। ঐ সময় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি। ঘা শুকানোর জন্য। ক্ষতটা-----৫৩:০০জন্য। ঐ সময় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকটা ভালো কাজ করে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে? অনেকগুলা তো এন্টিবায়োটিক বললেন। এরমধ্যে কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকটা ভালো কাজ করে?

উত্তরদাতা:গবাদি পশুর জন্য আপনার এন্টিবায়োটিক অতি দ্রুত কাজ করে হলো আপনার ঐ ইনজেকশনের মাধ্যমে। এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন আছে সেফট্রাক্সন, এগুলি আপনার রগের মধ্যে ব্যবহার করলে আপনার খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে। ঐ পাতলা পায়খানাও তাড়াতাড়ি কন্ট্রোলে আসে। এরপর আপনার ইয়েটাও কোন ক্ষত থাকলে, কাঁটাছেড়া থাকলে , শরীরে কোন ঘা থাকলে তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল হয়।

প্রশ্নর্কতা:একটা তো বললেন সেফট্রাক্সন। এরকম আর কোন এন্টিবায়োটিক আছে যে মানে দ্রুত কাজ করে?

উত্তরদাতা:আপনার সেফট্রাক্সনই তাড়াতাড়ি কাজ করে। অন্যগুলা আপনার আরো কম করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ইনজেকশনের কথা বলতেছিলেন। সেফট্রাক্সন ইনজেকশন। এছাড়া আর কিছু কি আছে, যেটা বললেন ঐটা ছাড়া?

উত্তরদাতা:এছাড়া আছে আপনার ঐ ট্যাবলেট আছে। ঐগুলা খাওয়ালেও আপনার কাজ করে এন্টিবায়োটিক যে ট্যাবলেটগুলা আছে। দামী ট্যাবলেট, এজিথ্রোসিমভেট। এগুলা খাওয়ালেও আপনার তাড়াতাড়ি কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলতে কি, এই শব্দটা কি শুনছেন? এটা বলতে কি বুঝেন এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মানে এটা আপনার ইয়ে করে। কোন সময় আপনার রিএকশন হয় যেটা, হয়তো গা ফুলে যায়, চোখমুখ ফুলে যায়। অনেক সময় শরীর থেকে ফাইটা ঘা বের হয়ে যায়, গোটা উইঠা যায়। ঘামাচি উইঠা যায়। এরকম রিএকশন করে।

প্রশ্নর্কতা:রিএকশন করে। তো মানে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যাতে না হয় এজন্য কি করা যায় আসলে?

উত্তরদাতা:আপনার ঐ সময় যখন আপনার এন্টিবায়োটিক রিএকশন হয় ঐ সময় আপনার ঐ ---৫৫:০০ ইনজেকশনের মাধ্যমে অথবা ট্যাবলেটের মাধ্যমে যেটা মানে ঐ রিএকশনটা ফিরে আনা যায়। মানে রিএকশনটাকে আপনার নির্মুল করতে যায়য়া আপনার ঐ---- ইনজেকশন আছে, ট্যাবলেট আছে। ঐগুলি আপনি ব্যবহার করলে আপনি ঠিক হয়ে যাবেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো মানে ধরেন একটা গরুর অনেক দিন যাবত একটা যে ঔষধ দিলেন তাকে তিনদিন পাচদিন বা সাতদিনের জন্য একটা গরুকে এন্টিবায়োটিক দিলেন। গবাদি পশুর ডিনি খামারি বা মালিক উনি গরুকে ঠিকমতো ঔষধটা খাওয়ালোনা। দুইদিন বা তিনদিন খাওয়ায়য়া ভালো হলো। আর খাওয়ালোনা। তখন কি তার কোন সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা:এখন সে পুরা কোর্স যদি, আপনার ঐ এন্টিবায়োটিকটা হলো আপনার ঐ একডোজ দুইডোজ খাওয়ালে আপনার ঐ কমে যাওয়া কি, জীবানুটা এরকম নিস্তব্দ ধইরা থাকে। ঐটা পুরা ধ্বংস হয়না। ঐটা মৃত্যু বরন করেনা। কিছু সময় এরকম নিস্তব্দ ধরে থাকে। যখন এন্টিবায়োটিকটা কোর্স পুরা না করে, ছেড়ে দেয় তখন ঐ জীবানুটা আবার এরকম চোখ মেইলা এরকম সুস্থ হইয়া এরকম -----৫৬:১৫তারজন্য আপনার এন্টিবায়োটিকটা পুরা কোর্স শেষ করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা বন্ধ করতে হলে তাহলে কি করতে হবে? পুরা কোর্স সম্পন্ন

উত্তরদাতা:পুরা কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোর্সটা পুরা করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আর না করলে তখন কি হবে?

উত্তরদাতা:না করলে তখন আবার আগের মতোই সমস্যা দেখা দিবে। দুই একদিন পরে এক সপ্তাহ পরে আবার ঐ সমস্যাটা দেখা দিলে আবার তাকে নতুন করে আপনার এরকম পুরা কোর্স শেষ করতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। সঠিক নিয়মানুযায়ী এন্টিবায়োটিক মানে খাওয়ার কোন চ্যালেঞ্জ আছে মানে সঠিক নিয়মে, আপনি এন্টিবায়োটিক দিলেন। আপনি বলে দিলেন যে, প্রতিদিন দুইটা করে বারো ঘন্টা পরপর এরকম তিনদিন খাবেন। কিন্তু সঠিকভাবে সে কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারতেছেনা। একটা চ্যালেঞ্জ না এটা?

উত্তরদাতা:চ্যালেঞ্জ।চ্যালেঞ্জ বলতে মানে আপনার গ্যারান্টি। যে এটা তিনদিন খাওয়ালে এটা কাজ করবে। অবশ্যই কাজ করবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা যদি কেউ না খাওয়ায় কিভাবে চ্যালেঞ্জ হতে পারে, সবাই কি এরকম দিকনির্দেশনা মেনে খাওয়াতে পারে? আপনার কাছে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:অনেকে এরকম দিকনির্দেশনা মেনে খাওয়ায়। কৃপনতা করেনা। অনেকে খাওয়ায়। তাদের এই সমস্যাটা থাকেনা। সমাধান হয়। আবার অনেকে টাকার কমতি থাকার কারনে টাকার কৃপনতা করে। যে এত দামী ঔষধ লাগবোনা। এত খাওয়ানো লাগবোনা। কমে গেছেগা। তারা আবার সমস্যায় পড়ে। কিছুদিন পরে আবার সমস্যায় পড়ে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কি আপনি কৃপনতা বলতেছেন নাকি তার আর্থিক সার্মথ্য? কারো সার্মথ্য কম, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না। কেউ হচ্ছে স্বচ্ছল। যে স্বচ্ছল, ও কি কিনে কোর্স?

উত্তরদাতা:যে, এখন অসুখের মধ্যে স্বচ্ছল আর নিস্বছল তো কাজ হয়বোনা। যে যারা দরকার ঐটা লাগবে। এখন যে কৃপনতা কইরা না কিনে সে তো সমস্যার মধ্যে পড়ে থাকবে। পরে আবার আইসা বলে যে কাজ হয় নাই। দুইটা নিছিলাম। দুইটা খাওয়াইছি। কাজ হয় নাই। তো আপনার তো দুইটা এখন আর, আবার নতুন কইরা তিনদিন খাওয়াতে হয়। পাঁচদিন খাওয়াতে হয়। এরকম আমরা বইলা দিই।

প্রশ্নর্কতা:তখন তারা নেয় আবার?

উত্তরদাতা:তখন নেয়। তারা আবার নেয়। প্রথমে নিজের বুদ্ধিতে চলার চেষ্টা করে। পরে গচ্চা হয়ে পরে আবার আমাদের কাছে চলে আসে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এখন একটু নীতিমালা, গবাদি পশুর সর্ম্পকিত বিষয় নিয়ে নীতিমালা নিয়ে, আচ্ছা। যেটা বলছিলাম। এখন নীতিমালা সর্ম্পকিত বিষয়গুলা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আপনি কি মানে প্রেসক্রিপশন যে মানে মৌখিকভাবে করেন। প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রি করেন, আপনার কাছে যদি কেউ এন্টিবায়োটিক কিনতে আসে প্রেসক্রিপশন ছাড়া তার কাছে এন্টিবায়োটিক বিক্রি করেন?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপশন এরকম ছাড়াও বিক্রি করি।

প্রশ্নর্কতা:করেন? বিক্রি করেন?

উত্তরদাতা:জ্বী। আমি বইলা দিই। যদি সে বলে যে আমি মনে রাখতে পারবোনা। লিইখা দেন। পরে আমি লিখেও দিই। কলম দিয়া লিইখা দিই। অথবা পাতা কাইটা দিই। এভাবে দিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। পাতা কেটে দিই বলতে?

উত্তরদাতা:ধরেন এটা ঔষধের পাতা। কাচি দিয়ে কাটা দিয়ে দিই। যেটা সাকল বিকাল দুই বেলা খাওয়ানো লাগবে ঐটা দুই কাটা দিই। আবার যেটা তিনবার খাওয়ানো লাগবো ঐটা তিনকাটা দিই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে গবাদি পশুর যে এন্টিবায়োটিকগুলো এগুলা যে ঔষধ ে দোকান থেকে বিক্রি করতেছেন বা দিচ্ছেন। এগুলা দেখার জন্য কেউ আসে? কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ, কোন অফিস থেকে কেউ ভিজিটে আসে?

উত্তরদাতা:আপনার ঐ গবাদি পশুর জন্য কোন ইয়ে আসেনা। আপনার ঐ

প্রশ্নর্কতা:ড্রাগ সুপার

উত্তরদাতা:ড্রাগ সুপার আসে।

প্রশ্নর্কতা:উনি কি মানুষেরটা দেখে নাকি গবাদি পশুরটা দেখে?

উত্তরদাতা:দুনোটা দেখে।

প্রশ্নর্কতা:কি কি দেখে আসে উনারা?

উত্তরদাতা:এসে দেখে যে আপনা ও ঐ ঔষধগুলা ঠিক আছে কিনা, ডেট আছে কিনা। ঔষধগুলো মান সম্মত আছে কিনা। ফার্মেসি পরিষ্কার আছে কিনা। এমনে ডেট ফেইল ঔসধ আছে কিনা। যে ঔষধগুলা বিক্রি অবৈধ, ঐগুলা আছে কিনা। এরকম চেক করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে ঔষধ মানে বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার, এন্টিবায়োটিক এর যে ইউজ, ব্যবহার। এই সর্ম্পকে কি কোন সরকারি নীতিমালা আছে কিনা, আপনি কি জানেন? যে কোন সরকারি নীতিমালা আছে কি?১:০০:০০

উত্তরদাতা:নীতিমালা তো আছে। আমরা তেমন একটা জানিনা। এগুলা আমরা যতটুকু জানি, এরচেয়ে তারা জানালে, সরকার জানালে তাহলে আমরা আরো উপকৃত হবো।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক বিক্রির ক্ষেত্রে সরকারি কোন নীতিমালা বা আচরনবিধির প্রয়োজন আছে কিনা, আপনার মতামত কি?

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই আছে।

প্রশ্নর্কতা:কেন?

উত্তরদাতা:আছে যে আমরা যতটুকু জানি, এর চাইতে বেশী সরকারি নীতিমালায় থাকতে পারে। আমি যতটুকু জানি, বুঝি এরচেয়ে বেশী নীতিমালা সরকারি মানে থাকতে পারে। এজন্য আমি দরকার মনে করি।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা থাকলে আপনার উপকারটা কি হবে?

উত্তরদাতা:উপকারটা হবে আমি আরো আগে বাড়তে পারলাম। আরো জানতে পারলাম, আরো বুঝতে পারলাম। আরো আমি ভালোভাবে চিকিৎসা দিতে পারলাম।

প্রশ্নর্কতা:এটা একটা উপকার। আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন মানে কিছু কিছু এরকম পল্লী চিকিৎসক আছে যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে। আপনার এন্টিবায়োটিক হয়তো রোগীর দরকার নাই। তো আপনি মনে করতেছেন যে আমি যদি এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিই, তাহলে আমি একটু লাভবান হবো বা উপকৃত হবো। এরকম মনে হয়? এরকম কেউ আছে?

উত্তরদাতা:না। এরকম নাই কেউ। দরকার ব্যতীত এটা দেওয়া, এটা ডাক্তারের রিস্ক হয়ে যায়। একটা পল্লী চিকিৎসকের রিস্ক হয়ে গেলে মানুষ একটা স্পটে পড়ে যায়। একটা একসিডেন্ট ঘটে গেলে সে একটা স্পটে পড়ে যায়। পরে তার বড় সমস্যা দাঁড়ায়বো সরকারি পর্যায়ে।

প্রশ্নর্কতা:এরকম কোন ঘটনা কি শুনছেন যে কেউ এরকম ঔসধ দিছে যে অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক দিছে, যে কোন রোগী মারা গেছে বা বো কোন একসিডেন্ট হয়ছে?

উত্তরদাতা:না। এরকম আমাদের এই বাজারে এখনো হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: পার্শ্ববর্তী আশেপাশে কোন ইউনিয়ন বা কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:এরকম কোন জায়গায় আমরা এরকম হয়নি।

প্রশ্নর্কতা:মানে রোগীর লাভের চেয়ে মানে যিনি এন্টিবায়োটিকটা বিক্রি করতেছেন, দোকানদার বা পল্লী চিকিৎসক, উনার লাভের জন্য এন্টিবায়োটিক বিক্রি করে, এটা শুনছেন কারো কাছে?

উত্তরদাতা:না। এরকম শুনিনি।

প্রশ্নর্কতা:শুনেন নাই? আচ্ছা। আপনি কি ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে জানেন? মানে ভোক্তার অধিকার, কনজিউমার রাইট বলে ইংলিশে যে ভোক্তার অধিকার, এই সর্ম্পকে জানেন কিছু?

উত্তরদাতা: কনজিউমার রাইট

প্রশ্নর্কতা:ধরেন ভোক্তা, যিনি একটা জিনিস ভোগ করতেছেন একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমি ঔষধ খাচ্ছি। তার মানে আমি ঔষধটা ভোগ করতেছি নিজে। আমার ঔষধটা খাওয়ার রাইট আছে। অধিকার আছে। বাংলাদেশের নাগরিক সিটিজেন হিসাবে। আমার যেকোন জিনিস একটা কেনার, গাড়িতে চড়ার আমার রাইট আছে। এটা আমার একটা অধিকার। নাগরিক অধিকার।

উত্তরদাতা:জ্বী। অধিকার।

প্রশ্নর্কতা:এরকম ভোক্তার যেকোন জিনিস প্রোডাক্ট, যেকোন দ্রব্য সামগ্রী কেনার বা ইয়ে করার অধিকার আছে।

উত্তরদাতা:কেনার, নেওয়ার তো এরকম অধিকার আছে।

প্রশ্নর্কতা:অধিকার আছে। তোএই বিষয়ে আপনি জানেন? কোথাও শুনছেন এটা?

উত্তরদাতা:যে অধিকার আছে এরকম আপনার ঐ যেমন অবৈধ ঔষধ রাখা নিষেধ আছে। ঐখানে আপনার সরকারি লোকগুলা যদি আইসা এরকম অবৈধ ঔষধগুলা পায়লে তারা নিয়ে যেতে পারে এরকম। এরকম মানে সরকারি আইনত কোন কাজ সে করতে পারে। বেআইনি ঔষধ বেচেকেনে সেজন্য ঔষধগুলো আপনার নিয়ে গেল। এরকম নিতে পারে। সরকারি লোকের এরকম ইয়ে আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। একটা প্রেসক্রিপশনে, ব্যবস্থাপত্রে আপনার এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার যথাযথভাবে যাতে লেখা হয়, তারজন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা:একটা এন্টিবায়োটিক লিখলে, একটা প্রেসক্রিপশন লিখলে ঐটার মধ্যে নীতিমালা লেখা থাকবে, খাওয়ার নিয়ম, কতদিন খাবেন, এরকম লেখা থাকবে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। কেন লেখা থাকবে? এটা থাকলে লাভটা কি?

উত্তরদাতা:এটা থাকলে আপনার রোগীটা নিয়মমতো খেতে পারবে। ----১:০৩:৪৪ অনায়াসে সুস্থ হয়ে যাবে। এরপরে আপনার ঐ উপদেশ থাকবে। এই ঔষধগুলো খাওয়ার পরে এভাবে চলাফেরা করতে হবে, এভাবে খেতে হবে। তাহলে আপনার ঐ রোগীটা ঐ প্রেসক্রিপশন থেকে উপকার পাবে। উপকৃত হবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন ঔষধ কোম্পানিগুলা, ড্রাগ কোম্পানিগুলা এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে উৎসাহিত করে যে আপনারা সাধারন ঔষধ না দিয়ে এন্টিবায়োটিকটা একটু বেশী বিক্রি করেন। এটা লোকজনকে বলেন।

উত্তরদাতা:হ্যা। অনেক কোম্পানি আপনার এরকম আসে। আমাদের এন্টিবায়োটিকটা বেশ কাজ করে। ভালো কাজ করে। এই এন্টিবায়োটিকগুলা আপনারা চালায়য়েন। এরকম বলে।

প্রশ্নর্কতা বেশীরভাগ কোম্পানির লোকজন এটা বলে নাকি অল্প গুটি কয়েকজন বলে যে এন্টিবায়োটিকটা বেশী এটা

উত্তরদাতা:না। ভালো ভালো কোম্পানি যেগুলা আছে, এরা আমাদেরকে উৎসাহিত করে। যে আমাদের এই এন্টিবায়োটিকটা কাজ করে। গ্যারান্টিযুক্ত কাজ করে। তখন আমরা ঐগুলা ব্যবহার করতে থাকি। অথবা এরপর আপনার কাজও করে ভালো। ভালো কোম্পানির এন্টিবায়োটিকগুলো আমরা চালাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। লোকজন এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য কোথায় বেশী যায়? সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি প্রাইভেট ক্লিনিক বা হসপিটালে অথবা আপনাদের এসব দোকানে আসে?

উত্তরদাতা:সরকারি হাসপাতালেই বেশীরভাগ যায়। ঐখানে সুযোগ সুবিধা পায়। টাকা লাগেনা। এরকম ঐখানে পায় বিধায় যায়।

প্রশ্নর্কতা:ঐখানে কি এন্টিবায়োটিক পায়?

উত্তরদাতা:ঐখানে সাধারন এন্টিবায়োটিকগুলো ঐখানে পায়।

প্রশ্নর্কতা:যেমন?১:০৫:০০

উত্তরদাতা:আপনার এমোক্সিসিলিন, আপনার ঐ মেট্রোনিডাজল, সেফ্রোডিন, এই নরমাল ঔষধগুলো ঐখানে পায়। জটিলতা কোন এন্টিবায়োটিক ঐখানে পায়না আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আর যখন না পায় তখন তারা কোথায় আসে?

উত্তরদাতা:না পেলে তারা ঐখান থেকে লিখে দেয় যে এটা খাওয়াতে হবে। এখানে নাই। তখন তারা আমাদের কাছে আসে। আমাদের থেকে কিনে নেয়। তখন আমরা দিয়ে থাকি।

প্রশ্নর্কতা:মানে তারা ম্যাক্সিমাম ঔষধ কি কিনে নাকি ঐখানে যতটুকু প্রেসক্রাইব করে, পুরাটাই কিনে নাকি অল্প করে কিনে?

উত্তরদাতা:ঐখান থেকে যতটুকু দিয়ে দেয়, অনেক সময় পুরাটাই কিনে নেয়, অনেক সময় কম কিনে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি মনে, আপনাদের এখানে ঔষধগুলা পান আপনারা, কিভাবে পান ঔষধগুলা?

উত্তরদাতা:আমরা এখানে ঔষধগুলা পাই। আমরা কোম্পানির মাধ্যমে পাই।

প্রশ্নর্কতা:কোম্পানির মাধ্যমে?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোম্পানি উনারা এসে দিয়ে যায় নাকি আপনারা নিজে যেয়ে কিনে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা:কোম্পানিরা আইসা অর্ডার নিয়ে যায়। অর্ডার নিয়ে যেয়ে তারপর আপনার কয়েকদিন পরে আপনার ডেলিভারি করে ঔষধগুলা। আমাদের দোকানে এনে পৌছাঁয়য়া দিয়ে যায় তাদের গাি দিয়ে।

প্রশ্নর্কতা:মানে ম্যাক্সিমাম ঔষধ দিয়ে যায় নাকি আপনাকে কিছু ঔষধের জন্য আবার যেতে হয়?

উত্তরদাতা:আপনার ঐ কোম্পানিতে, যে কোম্পানির ঔষধ দেয়, এরা ম্যাক্সিমাম সবসময় ঔষধ দিয়ে থাকে। এরপর আমরা যখন ঐ মাঝখানে ঔষধগুলা শেষ হয়ে যায়, কোম্পানি আসবে দুইদিন কিনদিন পরে, আমার দরকার আজকে। এরকম হলে আমরা বাইরে যায়য়া কিনি।

প্রশ্নর্কতা:মার্কেটটা কোন জায়গায়? পাইকারি মার্কেট বা

উত্তরদাতা:পাইকারি মার্কেট আছে আপনার মির্জাপুর আছে, কালিয়াকৈর আছে। ----১:০৬:২৬ আছে।

প্রশ্নর্কতা:কোনদিকে আপনি বেশী যান?

উত্তরদাতা:আমি বেশী যাই আপনার কালিয়াকৈর যাই বেশী, মির্জাপুর যাই বেশী।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ভাইজান, আমার মোটামুটি শেষের দিকে। আপনার এখানে কি কি এন্টিবায়োটিক আছে আমি দুইটা ক্যাটাগরিতে, একটা হচ্ছে মানুষের জন্য আমি প্রত্যেকটা এন্টিবায়োটিক নামগুলো লিখে নিবো। এটা কোন গ্রুপের এটা আর আপনি কোন কোন এন্টিবায়োটিকগুলা সচরাচর বেশী প্রেসক্রিপশনে প্রেসক্রাইব করে থাকেন, মৌখিকভাবে দিয়ে থাকেন বা দিয়ে থাকেন, ঐটা একটু জানতে চাই। তো এটুকুই। তো আমাকে কাইন্ডলি যদি একটা একটা এন্টিবায়োটিক দেখান। প্রথমে হিউম্যান এর ক্ষেত্রে। মানুষের জন্য।

উত্তরদাতা:মানুষের জন্য আপনার এন্টিবায়োটিক দেখাতে হবে নাকি নাম বললে হবে?

প্রশ্নর্কতা:একটু আমি নাম লিখে নিবো। বানানের যাতে কারেকশন হয় এজন্য একটু দেখি। এটা হচ্ছে সেফ্রাড, দুইশো পঞ্চাশ এমজি। না? জ্বী, ভাইজান। সেফ্রাড লিখছি। এরপরে কোনটা? এইযে একটা ফাইমক্সিল। ফাইমক্সিল, পাঁচশো এমজি। এমোক্সিসিলিন। ফাইভ গ্রেড, বিপি। তারপর হচ্ছে সিপ্রোসিন,পাঁচশো। সিপ্রোসিন, পাঁচশো। জিম্যাক্স, পাঁচশো। মোক্সাসিল, পাঁচশো। এমোক্সিসিলিন, পাঁচশো এমজি। এটা কিসের। ঠান্ডা। আচ্ছা। ভাই, আর কি আছে?

উত্তরদাতা:এটা তো, এটা এন্টিবায়োটিক না।১:১০:০০

প্রশ্নর্কতা:এটা এন্টিবায়োটিক না? এটা? এটা?

উত্তরদাতা:এটা। হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা তো এজিথ্রোমাইসিন। হ্যা। এটা ইয়ে না? এজিসিন। হ্যা। আর কি কি আছে, ভাই? ইনজেকশন বা ইয়ে সিরাপ, ইনজেকশন, ট্যাবলেট, সবগুলো ফরম নেই। ট্যাবলেট, ইনজেকশন, সিরাপ

উত্তরদাতা:ঐগুলাই খালি ইনজেকশন, ইয়া আপনার ইয়ে আছে।

প্রশ্নর্কতা:একই ইয়ার মধ্যে ইনজেকশন আছে, না?

উত্তরদাতা:আর এইযে এগুলাই এই এন্টিবায়োটিকগুলাই আপনার সব কোম্পানির আছে।

প্রশ্নর্কতা:ও আচ্ছা।

উত্তরদাতা:মোটামুটি

প্রশ্নর্কতা:একটা কোম্পানি হলেই হবে। কারন সব কোম্পানি তো লেখার দরকার নাই।

উত্তরদাতা:ঐ প্রিপারেশনের অন্যান্য কোম্পানির আছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আর কিছু আছে? আর কিছু? এদিকে এই লাইনে

উত্তরদাতা:অন্যান্য কোম্পানির।

প্রশ্নর্কতা:আর সিরাপ দেখি। বাচ্চাদের সিরাপ কি আছে, এন্টিবায়োটিক। মোক্সাসিল। জিম্যাক্স সিরাপ, এরিথ্রোমাইসিন।

উত্তরদাতা:এগুলা সবগুলার সিরাপ আছে।

প্রশ্নর্কতা:এগুলার সবগুলারই, না?

উত্তরদাতা:এগুলার সবগুলার সিরাপ আছে।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা সবগুলার সিরাপ আছে? তার মানে হচ্ছে ওয়ান টু সেভেন সব সিরাপ আছে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। ট্যাবলেট, সিরাপ, ক্যাপসুল এগুলার মধ্যে আছে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আমাকে এবার একটু গবাদি পশুর কি কি এন্টিবায়োটিক আছে?

উত্তরদাতা:গবাদি পশুর এন্টিবায়োটিক হলো

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। এগুলা তো মানুষেল গেল এবার গবাদি পশু

উত্তরদাতা:গবাদি পশু। এই যে গবাদি পশু।

প্রশ্নর্কতা:এটা। সিপ্রোসিনভেট, না?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রোসিন ভেট। সিপ্রো অক্সাসেট হাইড্রোক্লোরাইড। এসপি জেড। ডিফ্লক্স। গ্রুপ তো এটা। না? গ্রুপে যে ব্র্যাকেটে টেন পারসেন্ট, এটা

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:জ্বী। আর? আর কিছু আছে গবাদি পশুর?

উত্তরদাতা:না। এই তিনটাই।

প্রশ্নর্কতা:এই তিনটাই। না? এজিনভেট। আচ্ছা। এখানে মুরগির ক্ষেত্রে কোনটা, মুরগি, হাঁস মুরগির ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:এগুলা হাঁসমুরগিকেও দেওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:এটা?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:আর ঐ বাকী দুইটা?

উত্তরদাতা:ডোজ কম বেশী।

প্রশ্নর্কতা:আর ঐ বাকী দুইটা। হাঁস মুরগির। হাসঁমুরগি

উত্তরদাতা:এগুলা হাঁসমুরগিকেও দেওয়া যায়। ডোজ কম খায়তে হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে সবগুলাই?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:তিনোটাই।

উত্তরদাতা:ডোজ কম। ডোজ কম বেশী।

প্রশ্নর্কতা:তিনোটাই? সিপ্রোসিনভেটও?

উত্তরদাতা:না। সিপ্রোসিনভেট না।

প্রশ্নর্কতা:ও। ১:১৫:০০

উত্তরদাতা:এগুলা অন্যান্য কোম্পানিরও আছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আচ্ছা, ভাই এখন একটু আমাকে বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে, এগুলা যে মেডিসিন, এরমধ্যে কোনটা কোন জেনারেশনের? যেমন এইযে ফার্ষ্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন। আমাকে যে এন্টিবায়োটিক বললেন, আপনার এখানে প্রায় নয় দ্বিগুন আঠারো। আঠারো ধরনের এন্টিবায়োটিক হিউম্যানের এর ক্ষেত্রে। হিউম্যান এর ক্ষেত্রে আর এনিমেলের ক্ষেত্রে দেখলাম যে তিনধরনের। তো এইযে এন্টিবায়োটিকগুলো, এগুলা কোনটা কোন জেনেরেশনের? যেমন, সেফ্রোড, এটা কোন জেনেরেশন। ফার্স্ট জেনেরেশন নাকি সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:সেকেন্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড জেনেরেশন। তারপর ফাইমক্সিল?

উত্তরদাতা:প্রথম।

প্রশ্নর্কতা:তারপর সিপ্রোসিন?

উত্তরদাতা:থ্রি।

প্রশ্নর্কতা:থ্রি। তারপর জিম্যাক্স?

উত্তরদাতা:ফোর।

প্রশ্নর্কতা:ফোর তো এখানে নাই? ফোর্থ জেনারেশন, না? আচ্ছা। মোক্সাসিল?

উত্তরদাতা:ঐযে এমোক্সিসিলিন---১:১৬:১৮

প্রশ্নর্কতা:মোক্সাসিল?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:কোন জেনেরেশন? ফার্স্ট?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আর হচ্ছে এজিসিন? এজিসিনটা। এরিথ্রোমাইসিন? কোন জেনেরেশন এটা? এরিথ্রোমাইসিন। দুইশো এমজি।

উত্তরদাতা:এমোক্সিসিলিন, সেফ্যাড্রিন ফোর হবে।

প্রশ্নর্কতা:ফোর?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ফোর্থ জেনেরেশন। আচ্ছা তারপর হচ্ছে সিফোটিল? সিফোরোক্সিন, সিফোরোক্সিন গ্রুপ। এটা কোন জেনেরেশন? আড়াইশো এমজি।

উত্তরদাতা:সেকেন্ড জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা?

উত্তরদাতা:সেকেন্ড।

প্রশ্নর্কতা:সেকেন্ড। সিরাপ মোক্সাসিল। এমোক্সিসিলিন। সিরাপ মোক্সাসিল।

উত্তরদাতা:ঐযে প্রথম জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:ফার্স্ট। সিরাপ জিম্যাক্স? এরিথ্রোমাইসিন।

উত্তরদাতা:ফোর জেনেরেশন।

প্রশ্নর্কতা:ফোর জেনেরেশন? এতগুলো এন্টিবায়োটিকের মধ্যে আপনি সচরাচর কোনগুলা বেশী প্রেসক্রাইব করে থাকেন?

উত্তরদাতা:মোক্সাসিল।

প্রশ্নর্কতা মোক্সাসিল। তারপর?

উত্তরদাতা:এজিথ্রোমাইসিন।

প্রশ্নর্কতা:এজিথ্রোমাইসিন। এজিথ্রোমাইসিনের কোনটা? এজিথ্রোমাইসিনের কয়েকটা আছে।

উত্তরদাতা:জিম্যাক্স।

প্রশ্নর্কতা:জিম্যাক্স। আচ্ছা। আর?

উত্তরদাতা:সেফ্রাড।

প্রশ্নর্কতা:সেফ্রাড? সেফ্রাড এটা কোনটা? সেফ্রাডটা? এইযে এই সেফ্রাড। আচ্ছা। সেফ্রাড, আর?

উত্তরদাতা:সিপ্রোসিন।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রোসিন।

উত্তরদাতা মোক্সাসিল, জিম্যাক্স তারপর সিপ্রোসিন।

প্রশ্নর্কতা:আর? আর কোনটা দেন? চারটা হলো। আর কোনটা? আর বেশীরভাগ কোনটা দেন?

উত্তরদাতা:এই কটা বেশী চলে।

প্রশ্নর্কতা:এই কটা বেশী চলে। না? আচ্ছা। আমার আর কয়েকটা জিনিস একটু জানার ছিল। সেটা হচ্ছে আপনি মানে কয় ধরনের ঔষধ বিক্রি করেন? মানুষ এবং

উত্তরদাতা:মানুষ।

প্রশ্নর্কতা:মানুষের ঔষধ বিক্রি করেন আর? গবাদি পশু?

উত্তরদাতা:গবাদি পশু হলো

প্রশ্নর্কতা:মানে মানুষের ঔষধ বিক্রি করেন, গবাদি পশুর ঔষধও বিক্রি করেন? এছাড়া আর কিছু বিক্রি করেন? এই দুই ধরনের ঔষধই বিক্রি করেন নাকি শুধু মানুষের?

উত্তরদাতা:না। --

প্রশ্নর্কতা:দুই ধরনের বিক্রি করেন। আর আপনি মানে কি পাইকারি বিক্রি করেন? পাইকারি?

উত্তরদাতা:পাইকারি ব্যবসা বেশী। হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:দুইটাই বেচেন? পাইকারি, খুচরা। আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন?

উত্তরদাতা:আছি হলো

প্রশ্নর্কতা:কত বছর হবে?

উত্তরদাতা:দশ বছর।

প্রশ্নর্কতা:দশ বছর।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:মানে দুই হাজার সালে বলতেছেন দোকান, তাহলে তো সতের বছর হয়। আমাকে বলতেছিলেন তখন দুইহাজার সালে দোকান। তাহলে তো সতের বছর হয়। কয় বছর ধরে আসলে আছেন?

উত্তরদাতা:মানে আমি পুরা দায়িত্ব নিয়ে আছি

প্রশ্নর্কতা:দশ বছর।

উত্তরদাতা:এর আগে আপনের অন্যান্য দোকানে কাজ করছি। প্রেসক্রিপশন

প্রশ্নর্কতা:যেটা আলোচনা করতেছিলাম যে আপনি দশ বছর ধরে এই পেশায় আছেন বলছেন?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য কোন ধরনের প্রশিক্ষন বা ট্রেনিং নিছিলেন?

উত্তরদাতা:না। ট্রেনিং নিই নাই কোথাও। প্র্যাক্টিক্যালি আমার এক বন্ধু আছে। বন্ধুর সাথে চলাফেরা করে এরপর আমি কুয়েত হাসপাতালে ছিলাম সাত বছর। ঐখানে শিখছি।

প্রশ্নর্কতা:কুয়েত হাসপাতালে কি হিসাবে ছিলেন আপনি?

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নর্কতা:কি হিসাবে কাজ করছিলেন ঐ হাসপাতালে?

উত্তরদাতা:ঐখানে ক্লিনার ভিসায় গেছিলাম। যে ডাক্তারের ঐখানে আপনার---- ক্লিন করছি। তারপর ফার্মেসি ক্লিন করছি। ঐখানে তাদের সাথে থেকে থেকে শিখছি।

প্রশ্নর্কতা:আর বললেন যে একজন বন্ধুর সাথে ছিলেন। উনি কি ধরনের ডাক্তার?

উত্তরদাতা:উনি এই বাজারে আছে। উনি একজন সরকারি ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা:এমবিবিএস ডাক্তার উনি?

উত্তরদাতা:এমবিবিএস না। এমনি আমাদের মতো নরমাল আরকি।

প্রশ্নর্কতা:এখনো ডাক্তারি করেন উনি?

উত্তরদাতা:এখনো ডাক্তারি করে।

প্রশ্নর্কতা:এই বাজারেই বসে, না? ... নাম?

উত্তরদাতা:...।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি মানে ঔষধ বিষয়ক কোন ধরনের পরীক্ষা দিছিলেন? কখনো অংশ গ্রহন করেছিলেন?

উত্তরদাতা:না। কোন পরীক্ষা দিইনি। আমরা তো ঐযে আপনার হোল সেলে বেচি। পাইকারি বেচি। এই আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর আপনার পড়াশোনা এমনি সাধারন লাইনে তো পড়াশোনা করছেন?

উত্তরদাতা:আমি ঐ মাদ্রাসায় পড়ছি এইট পর্যন্ত।

প্রশ্নর্কতা:এইট পর্যন্ত। এরপর আর কোন পড়াশোনা?

উত্তরদাতা:আর পড়াশোনা করি নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর আপনার দোকানের লাইসেন্স কি আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। ড্রাগ লাইসেন্স

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা কোত্থেকে আনছেন?

উত্তরদাতা:----

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি এই দোকানের মালিক? এটা আপনার নিজের দোকান?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা: নাকি ভাড়ার দোকান?

উত্তরদাতা:নিজস্ব।

প্রশ্নর্কতা:নিজস্ব। দোকান প্লাস জায়গা দুইটাই আপনার?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:তো এই ছিল মোটামুটি আমার আলোচনা। তো ভাই, আমাকে অনেক সময় দিলেন। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনার পরিবারের এবং আপনার। আপনার ব্যবসার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। আমার জন্য দোয়া করবেন।
আসসালামুআলাইকুম।

----------oooooooooooo----------